জেমস হ্যাডলী চেজ

I Would Rather Stay Poor

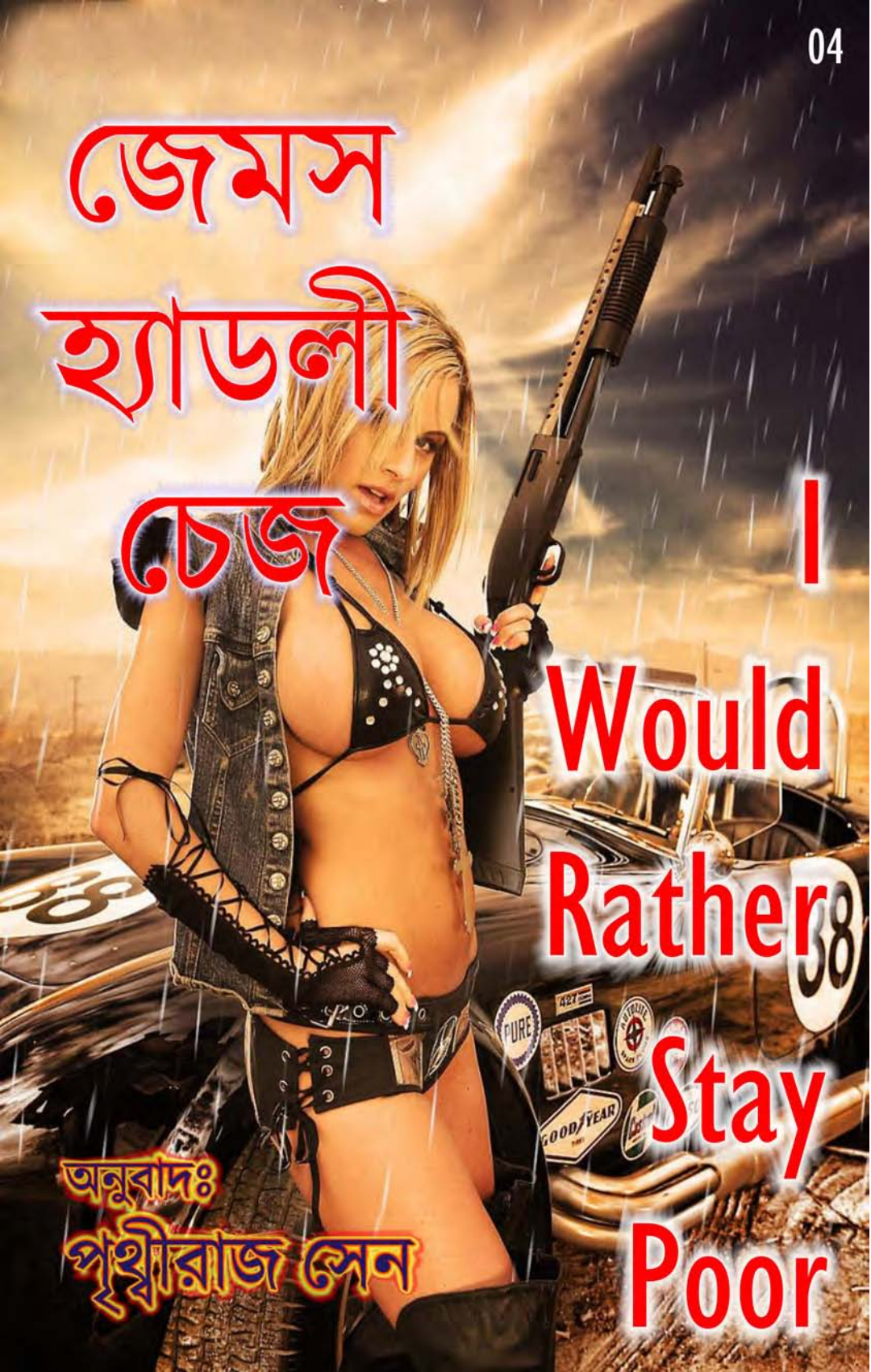

অনুবাদঃ
পৃথ্বীরাজ সেন

আই উড র‍্যাদার স্টে পুওর

।। এক ।।

ভারী মন খারাপ, পিটস্‌ভিলের ডেপুটি শেরিফ কেন ট্রেভারস তার পাষাণ-চাপা কপাল নিয়ে নেহাৎ জেরবার। বহুল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শেরিফের পদে সে আর প্রমোশন পাচ্ছে না, যেহেতু বর্তমান শেরিফ বুড়ো-হাবড়া টমসন তাঁর এন্তেকাল অব্দি ঐ পদ ছেড়ে সরে দাঁড়াবে বলে বিশ্বাস হয় না। শুধু কি তাই, যে খুবসুরৎ লেড়কি ইরিসের সঙ্গে ট্রেভারসের কিছুকাল যাবৎ ছুঁক ছুঁক বাছুরে প্রেম চলছে সেখানেও যখন-তখন রীতিমতন বকরাক্ষস হয়ে দাঁড়াচ্ছে কারোর বায়নাক্কা, বহু পূর্বে নির্ধারিত রোমাঞ্চকর গোপন অথবা উদোম পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়। আজ যেমনটি ঘটেছে। বিস্তর ভেবে-চিন্তে ট্রেভারস স্থির করেছিল আজই ইরিসকে বগলদাবা করে সমুদ্রতীরে যাবে। যৌবননিকুঞ্জে প্রেমানন্দে দুটিতে ঘুর ঘুর করবে। ঠিক এমন দিনেই বুড়ো শেরিফের হুকুমে বুকটা তার ছাঁৎ করে উঠলো। 'কেন, তোমাকে আজ পিটস্‌ভিলের ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ ল্যাম্ব গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে শয্যাশায়ী। দ্বিতীয় অফিসার মিস্ ক্রেগ আজকের এই ছুটির দিনে বসে বসে ব্যাঙ্কে কিছু কাজ সারবেন এবং তাঁদের নতুন ম্যানেজারের জন্যে প্রতীক্ষা করবেন, নতুন ম্যানেজার এলে তোমার অবিশ্যি ছুটি।'

বুকের মধ্যে যাবতীয় ঘন্টাধ্বনি। সেই সকাল থেকে ট্রেভারস ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তো করছেই। ডব্‌কা ছুঁড়ি ইরিস আর কিছুক্ষণ পরেই সমুদ্রের দিকে রওনা দেবে। শালা, দুনিয়া রসাতলে চলে যাক!

একটা প্রকাণ্ড গাড়ি এসে ব্যাঙ্কের দরজার সামনে থামলো। গাড়ি থেকে এক দশাসই চেহারার বৃষস্কন্ধ লোক নামলো, বড় বড় চরণে পথ পার হচ্ছে।

কেন ট্রেভারস তার পথ জুড়ে। 'আজ ব্যাঙ্ক বন্ধ।'

সে করমর্দন করে হাসে, 'জানি। আমিই ব্যাঙ্কের নতুন ম্যানেজার ডেভ কলেভিন।

নতুন ম্যানেজার পুরনো ম্যানেজারের খোঁজ খবর নেয়, 'মিঃ ল্যাম্ব এখন কেমন আছেন?'

'একদম ভালো নয়।...যাক্ আপনি যখন এসে গেছেন, আমারও দায়িত্ব শেষ।' ডেপুটি শেরিফ আপন মনে গুন্ গুন্ করতে করতে নিজস্ব তোফাখানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

মিস্ ক্রেগের সঙ্গে পরিচিত হবার পর প্রেমের ব্যাপারে, কোন পুরুষ মনস্থির করতে পারে না। রূপ ও যৌবন থাকলেও কেমন যেন একটা শীত কাতুরে ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ডেভ কলেভিন প্রসন্ন হতে পারে না।

সে ম্যানেজারের সুসজ্জিত ঘরে ঢুকে আরামদায়ক চেয়ারে বসে মিস ক্রেগের দিকে নিজের সিগার কেসটা এগিয়ে দেন, 'নিন, সিগ্রেট নিন।'

'ধন্যবাদ স্যার। আমি ধূমপান করি না।' -ক্রেগ অস্বস্তির সঙ্গে বলে, মনে হল দিন সাতেক মিঃ ল্যাম্বের বদলে সে-ই বিছানায় শুয়ে আছে, সে মুখ তুলে সরাসরি ম্যানেজারের দিকে তাকাতে পারছে না।

কলেভিন ভাবলো—এ রকম একটি নিষ্প্রাণ যুবতীর সঙ্গে কিভাবে কাজ করবো।

কলেভিন প্রশ্ন করে, 'অফিসের চাবিগুলো কার কাছে থাকবে?'

'ব্যাঙ্কে ঢুকবার চাবি, তার ভল্টের চাবি—সব দু' সেট করে আছে। একটা আপনার কাছে, অন্যটা আমার কাছে থাকবে। দুজনের চাবি ব্যবহৃত না হলে ভল্টের কপাট খুলবে না।'

কলেভিন হেসে বললো, 'তার মানে ভল্ট থেকে একাকী মাল সরাতে আমি পারছি না, আপনিও পারছেন না। বহুত আচ্ছা।'

প্রাচীন জমিদারের আমেজ তার স্বরে। তার দেহের দুলুনিতে আরামদায়ক চেয়ারটা বজরার মত দোলে।

কলেভিন—'মিঃ ল্যাম্বের ঠিকানাটা দিতে পারেন?'

ক্রেগ—'কনট অ্যাভিনিউ। ব্যাঙ্কের বাংলো।'

কলেভিন ঠিকানাটা নোটবুকে লিখে আবার জিজ্ঞেস করল, 'এ শহরে থাকবার খাবার বন্দোবস্ত কেমন? কোথায় থাকা যায়?'

'এখানে থাকবার-খাবার ব্যবস্থা জঘন্য', যেন অথৈ জলে পড়ে ক্রেগ উপায় খুঁজছে—'একমাত্র ম্যাকলিন ড্রাইভে মিসেস লোরিং-এর মেস বাড়িটা, মন্দের ভালো স্যার, আপনি ওখানেই উঠতে পারেন।'

'আপনি তাহলে আমার জন্য আগাম খবর পাঠান।'

'নিশ্চয় স্যার। আমি টেলিফোনটা ব্যবহার করছি।'

কলেভিনের প্রত্যয় জন্মালো অসুস্থ মিঃ ল্যাম্বকে দেখে 'এ তো পটল তুললো বলে এবং আমাকে এই শহরতলীর ব্রাঞ্চে অনেকদিন ম্যানেজারি করতে হবে। তবে ম্যানেজারের বাংলোখানা খাসা। সামনে যেন মোগল বাগান। ল্যাম্ব মারা গেলেই এখানে উঠে আসবো আপন অধিকারে।'

মিঃ ল্যাম্বের বাংলো থেকে বেরিয়ে গাড়ি চালিয়ে কলেভিন এসে ম্যাকলিন ড্রাইভে পৌঁছলো। সমুদ্রের ধারে এ জায়গাটা সবচেয়ে জমজমাট। একটা দোকান থেকে এক গেলাস শরবৎ কিনে পপলার গাছের তলায় দাঁড়িয়ে গলা ভেজালো কলেভিন... তারপর মিসেস লোরিং-এর শক্তপোক্ত থেবড়ে থাকা বাড়ি 'রুম হাউস'-এ গেলো।

নিজেব পরিচয় দিতেই সাদর অভ্যর্থনা। মিসেস লোরিং নিজে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এসেছে। লোরিং-এর চেহারা ও পোশাক একটু অন্য জাতের। বুক দুটো খুব বড় কিন্তু ঝুলে পড়েনি। ভারী নিতম্ব কিন্তু কোমরে অতিরিক্ত চর্বি নেই। লম্বাটে মুখ ও দাঁত বড় বড়। পরণের স্কার্টটা বেঢপ, লম্বায় ছোট বলে প্রায় জানু অব্দি নাঙ্গা। এই চেহারায় এমন কিছু আছে যা পুরুষকে তাড়ায় এবং জমজমাট যৌন ভাবনার কুয়াশা জমে...।

বাড়তি ঘর বলতে উপরতলায় মাত্র একখানা ঘরে তারা পৌঁছায়। আলো জ্বালতেই ঘরের মোলায়েম মাধুর্য দ্বিগুণ।

কলেভিন বলে, 'সুন্দব, কত দিতে হবে ম্যাডাম? মনে রাখবেন ব্যাঙ্কের ম্যানেজাররা কিন্তু এমন কিছু আহামরি বেতন পায় না।'

অনন্য ভঙ্গিমায় মিসেস লোরিং সরাসরি কলেভিনের দিকে তাকলো। কলেভিনের শিবদাঁড়া ও শারীরিক গাঁথুনিতে মৃদু কম্পন ওঠে।

'মাসিক ত্রিশ ডলার খাওয়া-থাকা। অনেকদিন থাকলে রেট কমিয়ে দেবো।'

বড় না হলেও ঘরটি বেশ সাজানো, ছিমছাম। সিঙ্গেলবেডের বদলে ডবল। ডান দিকে একটি বন্ধ দরজা। কলেভিন জানতে চায়, 'ওটা বাথরুমের দরজা?'

'না, এ দরজাটা ব্যবহার করা হয় না। বাথরুমে যেতে হবে বারান্দা দিয়ে।'

লোরিং তীক্ষ্ণ চোরা দৃষ্টিতে তাকে নিরীক্ষণ করে বললো, এই দরজাটা আমার শোবার ঘরে যাবার। আমি পাশের ঘরেই থাকি।

অনাগত রোমাঞ্চকর কিছু ছবি চকিতে কল্পনা করে কলেভিন বেশ জোরের সঙ্গেই বললো, 'আমি এই ঘরটাতেই থাকতে চাই।'

মিসেস লোরিংএর ঠোঁটে ভাঙ্গা হাসি।

।। দুই ।।

কলেভিন থাকবার ও খাবার সংস্থানটি কম খরচে অল্প সময়ের মধ্যেই পেয়ে গেছে সেটা যে বেশীর ভাগ সময় এই অন্ধকার শহরতলীর তুলনায় স্বর্গ, সকল আবাসিকেরই এই স্বীকারোক্তি।

খাবার টেবিলে বসেও আত্মতৃপ্তি। মাত্র তিনজন আবাসিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে কলেভিনের এবং সেই তিনজনের সঙ্গেই রাতের খাবার খেতে বসেছেন। মিস এলিস ক্রেগ, মিস পীয়ারসন এবং মেজর হার্ডি (বয়স সত্তরের ওপর)।

'খাবার টেবিল ছিমছাম, সস্তা সরাইখানার হুলিগলিজমের নাম গন্ধ নেই। খাবার ফাঁকে ফাঁকে বৃদ্ধ ম্যানেজার ল্যাম্বের আকস্মিক অপঘাত আলোচিত হলো। বক্তা এলিস ক্রেগ,...'আমি তো সাহেবের ঘরে ঢুকেই থ'। সাহেব পা হিঁচড়ে হিঁচড়ে বুক চেপে ধরে এগিয়ে আসবার খুব চেষ্টা করেও পারছেন না। কার্পেটের ওপর মুখ থুবড়ে পড়লেন।'

ফ্লো খাবার পরিবেশন করছে, আকর্ষণীয় উদ্ভাসিত চোখে লাজুক দৃষ্টি কলেভিনেরমনে ঈষৎ শূন্যতা—সে আশা করেছিল মিসেস লোরিং খাবার টেবিলে আসবে।...

মহিলারা আহার পর্ব শেষ হলে যার যার ঘরে চলে গেলেন। ডাইনিং রুম সংলগ্ন বারান্দায় কলেভিন ও মেজর হার্ডি দুটো আরামপ্রদ ডেকচেয়ারে, হাতে সিগ্রেট, ভোজনান্তিক তৃপ্তি রস লেগে আছে থুতনির ডগায়। মেজর গাল্পিক, ঠিক মতন তাতিয়ে দিতে পারলে কইতে কইতে তিনি খ্যাপা হয়ে যান আর কি। বিষয় নিজের জীবন ও যুদ্ধের ইতিপূর্ব। অনেকক্ষণ শ্রোতা হিসেবে কলেভিন আদর্শ হয়ে থাকবার পর স্বয়ং মুখ খুললো, 'এই শহরে এই আমার প্রথম আসা। ভাগ্য ভালো যে, মিসেস লোরিং-এর হোটেলে জায়গা পেয়েছি। ভদ্রমহিলার ব্যবহার চমৎকার। আচ্ছা, ওর স্বামী কি করেন?' মেজর দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বলেন, 'বছর কয়েক আগে এক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। আসলে কিট লোরিংয়ের জীবন বড় সংঘাতময়, দুঃখের। কিন্তু মনটা স্টিলের মতন শক্ত বলে সব বাধাই টপকাতে পারছে। স্বামীটার চরিত্র ভালো ছিল না। মদে মেয়েমানুষে একেবারে ঠাসা। যখন স্বামী মারা গেল, মিসেস লোরিংয়ের হাতে তখন কিছু টাকা আর তাদের একমাত্র কিশোরী মেয়ে ইরিস। এই বাড়িটা কিনে হোটেলের ব্যবসা শুরু করলো। এখানে হোটেলের ব্যবসায়ে পয়সা কম। তাই মা-বেটিতে লড়াই করে চলেছে। মেয়ে ইরিসকে যুবতীই বলা যায়, সুন্দরী, স্থানীয় সিনেমা হলের বুকিং-ক্লার্ক। শহরের ডেপুটি শেরিফ কেন ট্রেভারস আবার ওর প্রেমে পড়েছে। সমুদ্রতীরে প্রায়ই দুজনকে দেখা যায়। ইরিসের দেখা পাওয়া দুষ্কর। রাতে হোটেলে ঢোকে। অনেক কাজ করে, রাত দুটোয় শোয় এবং ঘুম থেকে যখন উঠবে, তখন আপনি অফিসে।'

মেজরের প্রত্যক্ষ দর্শনের বিবরণ শেষ হয়। কলেভিন উঠে দাঁড়িয়ে বলে 'শুভ রাত্রি।'

'শুভরাত্রি!'

বেশী রাত না হলেও কোনরকম হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি আর শোনা যাচ্ছে না। কলেভিন বিছানায় শুয়ে সিগ্রেট টানছে। ঘুম নেই। সিগ্রেটের মতন তার মনের ভেতরটাও পুড়ছে। সময় বড় অবাঞ্ছিতভাবে বয়ে যাচ্ছে! কিছুই হলো না তোমার হে কলেভিন। আটত্রিশ বছর বয়স্ক এক ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মাত্র। সঞ্চয় বলতে মাত্র পাঁচশ ডলার। এমন কিছু একটা করো যা তোমার জীবনের রং বদলে দিতে পারে—অজস্র ডলার উড়তে থাকে তোমার চারপাশে।...

পাশের ঘরে আওয়াজ।

মিসেস লোরিং নিশ্চয় ঢুকলো। বাথরুম যাচ্ছে। জলের তিরি তিরি রব। কলেভিন উঠে বসলো। বারান্দায় এসে দাঁড়ালো যেখান থেকে খোলা জানালা দিয়ে লোরিং-এর ঘরের ভেতরটা দেখা যায়। বিছানার ওপর পড়ে আছে সাদা রংয়ের প্যান্টি, স্কার্ট। লেখবার টেবিল, সাধারণ চেয়ার, ছোট টিভি সেট, দেয়ালে পাবলো পিকাসোর তরুণ বয়সে আঁকা ছবির একটা প্রিন্ট।

নিজের ঘরে ফিরে আসে কলেভিন। এই নিরানন্দময় শহরে মিসেস লোরিং কি তাকে উষ্ণ আনন্দ ও সুখ দিতে পারে না? হয়তো পারে, একটু এগিয়ে ঐ কপাটে টোকা মারলে.. না, সাহস হয় না, কলেভিন নিজেকে সতর্ক করে। সে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো। ঘুম যদিও নিয়ে এলো বিবিধ অতৃপ্তি ও বাসনার দুঃস্বপ্ন। ঘুমন্ত কলেভিন ঘেমে নেয়ে বিছানায় ওলট পালট খেতে থাকে।

।। তিন ।।

চারটে একঘেয়ে নিস্তরঙ্গ দিন কেটে গেল ক্যালেন্ডারেব পাতা থেকে। সকাল ন'টায় গাড়ি চালিয়ে কলেভিন অফিস যায়। পাশে জড়োসড়ো নিরাসক্ত মিস ক্রেগ। সন্ধ্যা সাতটা হয় ফিরে আসতে। ব্যাঙ্কের চাকুরি নিরস। অবশ্য ক্রেগের ঐ কাজেই খুব উৎসাহ, আগ্রহ। এখন কলেভিনের মনে হচ্ছে, মিস ক্রেগের মধ্যে যৌনচেতনা কম থাকাটা শাপে বর হয়েছে কারণ কলেভিন অফিসের বাইরে যা কিছুই করুক না কেন, অফিসের মধ্যে কোন সহকর্মিনীর সঙ্গে ফস্টিনস্টি করা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয় না। তার এখন যাবতীয় যৌনকল্পনা মিসেস লোরিংকে নিয়ে। একখানা জবরদস্ত ফিগার বটে। যেমন বুক তেমনি পাছা। কদাচিৎ দেখা সাক্ষাৎ হয়। তবু যতবার সে তাকে কাছে বা দূরে থেকে দেখতে পেয়েছে ততবার মনে হয়েছে ঐ রকম যৌন আবেদনকারী নারী দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি নেই। রাতে বিছানায় শুয়ে বদ্ধ কপাটের দিকে চেয়েই থাকে। কখনো কোন উত্তেজক আহ্বানে ঐ বদ্ধ দুয়ার কি খুলে যেতে পারে না?

সেই হতাশা—জীবনে তার কিছুই হলো না। অনেক টাকা যার নেই, জীবন তো তার কুকুর-বিড়ালের। জীবনকে বর্ণময়, তাৎপর্যময় করে তোলবার সুযোগ কোথায়? সীমিত মাসিক বেতন, একটা পয়সাও উপরি নেই, সঞ্চয়ের ভাণ্ডার ধূ ধূ। অথচ এই সেই কলেভিন যে প্রতিদিন কত হাজার হাজার টাকার লেনদেন করে চলেছে। সেই টাকার একটি আধলাতেও ভাগ বসাবার তার অধিকার নেই। আসলে চিনির বলদ বলতে কাদের বোঝায়, তার মতন ব্যাঙ্ক অফিসাররাই তার প্রমাণ।

মিস ক্রেগ পাঁচদিনের দিন, বুধবার বিকেলে একটি চমকপ্রদ সংবাদ দিলো। তখন কলেভিন তার চেম্বারে বসে লেজার চেকিং করছে। অফিসের একমেবাদ্বিতীয় দু'নম্বর কর্মী মিস ক্রেগ কপাট ঠেলে মুখ বেব করল। 'আসবো, স্যার?'

'আসুন।'

'পরশু এখানকার চারটে ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের সাপ্তাহিক বেতন দেবার দিন।'

'তাই নাকি? তা এ ব্যাপারে আমাদের ভূমিকাটি কি?'

'টাকাটা কাল সন্ধ্যায় এনে রাখা হবে আমাদের ব্যাঙ্কের একটি বড় ভল্টে। এর জন্য ব্যাঙ্ক মোটা টাকা ভাড়া পেয়ে থাকে।'

'আচ্ছা. ...কত টাকা?'

'তিনশ' হাজার ডলাব।'

ডেভ কলেভিন কথাটা শুনে সোজা হয়ে বসে বলে, 'কত বললেন?'

'তিনশ' হাজার ডলার।'

কলেভিনের বুক ছম্ ছম্ করে উঠলো। সে কয়েক মুহূর্তের জন্য কাঠ হয়ে গেল। সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে, শক্তি সঞ্চয় করে অপ্রতিভ অবস্থাটা কাটিয়ে বললো, 'সে তো অনেক টাকা।'

'হ্যাঁ। আর সেই জন্যেই তো স্বয়ং শেরিফ সাহেব উপস্থিত থাকেন ঐ টাকা ঢোকাবার সময়।'

'যদি ব্যাঙ্কে ডাকাত পড়ে, ঐ টাকা লোপাট হয়ে যায়?'

মিস ক্রেগের যান্ত্রিকস্বর, 'সে ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের কোন দায়িত্ব নেই। সিকিউরিটির দায়িত্ব তো শেরিফেব। তবে এটা আমি আপনাকে হল্‌ফ করে বলতে পারি স্যার—কোন চোর বা ডাকাতের সাধ্যি নেই ব্যাঙ্কের ভল্ট থেকে ঐ টাকার বাক্স নিয়ে যায়।'

'আপনার এতটা প্রত্যয়ের কারণ?'

'বাক্সটা যেখানে রাখা হয়, তার সঙ্গে শেরিফ সাহেবের অফিস ঘরের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। ওখানে একটা গোপন ইলেকট্রনিক চোখও রয়েছে। ঐ চোখ ভল্টের মধ্যে অনভিজ্ঞ কাউকে দেখতে পেলেই তা সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে জানিয়ে দেবে শেরিফ সাহেবকে।'

মিস ক্রেগের কথাগুলি কলেভিন খুব আগ্রহ নিয়ে শুনলো। মিস ক্রেগ চলে যাবার পর সে ভল্টে গিয়ে সন্ধান করে। কিন্তু কোন বিশেষ চোখ তাব নজরে এলো না। সে কুলকুল করে ঘামছে। না, সে এখন অনেক কিছুই জানে না। সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে সব কিছু জানবে। টাকা তো প্রতি সপ্তাহেই আসবে। সবুরে মেওয়া ফলে।...ব্যাঙ্কের বাইরে এসে দাঁড়ায় কলেভিন। মুখ তুলতেই

নজরে এলো, রাস্তার ওপারেই ভয়ের জগৎ-শেরিফ সাহেবের অফিস। একটা বড় পুলিশী টুপিকে দেখতে পাচ্ছে কলেভিন। তার পেশী টান টান শরীর ঈষৎ কুঁজো হয়ে পড়ে।

হোটেলে ঢুকবার মুখেই আজ মিসেস লোরিং-এর মুখোমুখি ; দু'হাতে বাজারের ব্যাগ নিয়ে ঢুকছে। পরিশ্রমে-শ্রান্তিতে টকটকে মুখ-চোখ।

কলেভিন সহাস্যে বললো, 'আপনি কি আমাকে সাহায্যের সুযোগ দেবেন?'

ঈষৎ হেসে লোরিং বললো, 'কেউ আমাকে সাহায্য করতে চাইলে, আমি তা গ্রহণে কখনো অস্বীকার করি না।'

বাজারের থলে হাতে কলেভিন লোরিং-এর পিছন পিছন রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকল। লোরিং জানাল, 'আজ ডিনারে হবে, তরকারি, স্যুপ, বাছুরের জিভ দিয়ে ডালনা এবং কিডনি ভাজা। এর সঙ্গে থাকবে চর্বিতে ভাজা পরোটা।'

কলেভিন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, 'চমৎকার মাদাম, আমার কিন্তু রান্নার হাত খারাপ নয়।'

'আপনি কি রান্নাতেও আমাকে সাহায্য করতে চান না কি?'

'মন্দ কি? নিজের পুরোনো বিদ্যাটাকে একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাবে।'

কলেভিন অ্যাপ্রোন পরে সত্যিই লোরিং-এর সঙ্গে রান্নায় হাত লাগালো। লোরিং সখেদে বললো, 'এত পরিশ্রম করি মা ও মেয়েতে, তবু আমাদের সচ্ছলতা আসছে না।'

কলেভিন মন্তব্য করলো, 'আপনার এখানে হোটেল খোলাটা উচিত হয় নি।'

'ঠিক বলেছেন। আমাকে পরামর্শ দেবার মতন কেউ ছিল না। বাড়িটা রাস্তার ওপর পেয়ে গেলাম। তারপর থেকে খালি খাবি খাচ্ছি। আমি যদি আপনার মত কোন ব্যাঙ্কের অফিসার হতাম তবে এসব ব্যবসা করে সিকেয় তুলে রাখতাম।'

কলেভিন চুক চুক শব্দ করে বললো 'ব্যাঙ্কের মাইনেতে ধনী হওয়া যায় না।'

'জানি। কিন্তু ব্যাঙ্কের টাকা হাতিয়ে বিরাট ধনী হয়েছে, এমন লোকের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়।'

কলেভিন অবাক হয় এই মহিলাটি ক্রমান্বয়ে টাকা-পয়সার আক্ষেপই জানিয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে এর মানসিক সমতা আছে। নিঃশব্দে হেসে সে বললো, 'ব্যাঙ্কের কর্মী এবং অফিসাররা সহজেই গোছা গোছা টাকা পকেটস্থ করতে পারে। কিন্তু ভোগ করতে পারবে না। নিয়ম কানুন এমনই যে ধরা পড়ে যাবেই।'

হাতের চেটো থেকে ময়দার গুঁড়ো ফেলতে ফেলতে লোরিং বললো, 'ঠিক ঠিক বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারলে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।' কথা বলতে বলতে ওরা রান্নার কাজ করছে। কলেভিনের দিকে পেছন ফিরে লোরিং দাঁড়িয়ে, মাঝে মধ্যে শরীরে শরীরে ঠেকে যায়। যে সব মেয়েদের দেহে বিদ্যুৎ আছে, লোরিং যে তাদেরই একজন—কলেভিন তা অনুভব করে। সে সাহস সঞ্চয় করে লোরিং-এর চওড়া পিঠের ওপর আলতো হাত রাখে। লোরিং-এর দেহকাণ্ড শক্ত হয় কিন্তু সে বাধা দেয় না। তখন কলেভিন ওর পিঠে, কোমরে, ঘাড়ে আঙুল বোলাতে বোলাতে স্বল্পায়াসেই মিসেস লোরিংকে তার দিকে মুখোমুখি করে নামিয়ে আনে মুখের ওপর মুখ, ঠোঁটের ওপর ঠোঁট। অমন দীর্ঘস্থায়ী উত্তপ্ত চুম্বন কলেভিন এর আগে কোনদিন উপভোগ করেনি। লোরিং নিজেকে আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে ঈষৎ উদ্বিগ্ন স্বরে বলে, 'ব্যাস আর নয়। তুমি নিশ্চয় ভুলে যাওনি এটা রান্নাঘর এবং আমরা সকলের জন্য রাতের খাবার তৈরি করতে এসেছি।'

আবার নিস্তব্ধ একটা রাত। কলেভিনের হাতে সিগ্রেট পুড়ছে। সে নিশ্চিত আজ ঐ বন্ধ কপাট খোলা আছেই। হাতল ধরে ঠেলা দিলেই খুলে যাবে। তারপর.. মিসেস লোরিং-এর সঙ্গে সংসর্গ করবার স্বপ্ন দেখতে গিয়ে কলেভিনের বুকের মধ্যে একটা আগ্নেয়গিরি জীবন্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু দরজার হাতল ধরতেই বিরাট হতাশা, ক্রোধ, অভিমান—লোরিং কপাট বন্ধই রেখেছে।

সেই প্রতীক্ষা। বুকের আগুন বুকের মধ্যে পুষে রাখো। হৃদয়ঙ্গম করো। এক মাঘে শীত যায় না।

।। চার ।।

সেই কুবের-নিবাস, যেখানে আজ সাত রাজার ধন এনে রাখা হবে, চার চারটে কারখানার শ্রমিকদের সাপ্তাহিক বেতন—সাকুল্যে তিনশ হাজার ডলার।

কলেভিন মিস ক্রেগকে নিয়ে ভেতরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে। সারি সারি কেবিনেট, সংখ্যায় কয়েক শ', যাদের মধ্যে রক্ষিত আছে স্থানীয় উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত কিছু মানুষের মূল্যবান কাগজপত্র, দলিল, গয়না। আর যে আধারটি তিনশ' হাজার ডলারের বাসভূমি হবে তার হাঁ-মুখ-এর গভীরতা অনেক।

সন্ধান শেষে কলেভিন প্রশ্ন করে, 'কিন্তু সেই ইলেকট্রনিক চোখটা কোথায়?'

'ঐ যে ওখানে—মিস ক্রেগের তর্জনিকে অনুসরণ করে কলেভিন দেখতে পেল অনেক উঁচু একটা বড় ভেন্টিলেটরকে গ্রিল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। ঐ গ্রিলের মধ্যে ওটা রাখা রয়েছে।'

কলেভিন কৃত্রিম সংশয় নিয়ে বলে, 'এমন কিছু আহামরি সুরক্ষা ব্যবস্থা নয়, চোর ডাকাতরা আগেই ওটার তার কেটে ফেলবে।'

সঙ্গে সঙ্গে মিস ক্রেগ জানায়, 'তা পারবে না স্যার। ওর তারটারগুলো সব দেয়ালের মধ্য দিয়ে। ফ্লোরের মধ্য দিয়ে, বাইরে রাস্তার তলা দিয়ে সোজা শেরিফ সাহেবের অফিসে চলে গেছে। কেউ দেয়াল বা মেঝে খুঁড়ে সেই তার বের করতে চাইলে ইলেকট্রনিক চোখটা অনেক আগেই চিৎকার করবে। চারিদিক থেকে পুলিশ ব্যাঙ্কটাকে ঘিরে ফেলবে।' বেশ আনন্দের সঙ্গেই ব্যাঙ্ককর্মী মিস এলিস ক্রেগ বলল।

ভেতরে ভেতরে রাগ জমতে থাকে কলেভিনের। সে বলল, 'কিন্তু কেউ তো ব্যাঙ্কের মেইন সুইচটাই 'অফ' করে কুকর্মে হাত দিতে পারে।' এখনো মিস ক্রেগ আত্মপ্রত্যয়ী, 'কোন সুবিধে হবে না তাতে, কারণ, ঐ চোখটাকে চালু রাখে একটি পৃথক জেনারেটর। সেটা এই ভল্টের মধ্যেই থাকে, ঐ দেখুন।'

ছোট ঝকঝকে মোটরটা যেন কলেভিনের ঘর্মাক্ত মুখের দিকে চেয়ে চোখ টিপল। এ হল এক বিশেষ ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র, যাকে চালু করলে দশ বারো ঘণ্টা একটানা নিঃশব্দে কাজ করে যাবে।

অমন সুরক্ষিত ব্যবস্থাপনা থেকে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ তার মাথায় মোক্ষম প্রশ্নটা এসে গেল, 'মিস ক্রেগ আমরা তো ঐ টাকার বাক্স রেখে যাবার পর জেনারেটর চালু হবার পরও একাধিকবার ভল্টের মধ্যে যাওয়া আসা করতে পারি। তখন কি প্রতিবারই ঐ ইলেকট্রনিক চোখ হুঁশিয়ার করে দেবে শেরিফকে?'

মিস ক্রেগকে এই প্রথম বিচলিত মনে হচ্ছে। নিরেট পাষাণে বন্দিনী যেন। ধরা গলায় বলল, 'এটাই আসল গোপনীয় ব্যাপার। আমাকে শপথ নিতে হয়েছে, হাজার প্ররোচনা সত্ত্বেও আমি যেন ঐ গোপন তথ্য ফাঁস না করি। কিন্তু আপনি এই ব্যাঙ্কেরই ম্যানেজার, আমার বস। আপনাকে তো সবকিছু জানাতে আমি বাধ্য।'

'আপনি নির্দ্বিধায় আমাকে বলতে পারেন।'

'আসলে কি জানেন স্যার। আমরা যখন এখানকার সব কটা আলো অফ করি একমাত্র তখনই ঐ ইলেকট্রনিক চোখটা সচল হয়ে ওঠে। ব্যবস্থা এই রকমই। আবার রাতে আমরা বা অন্য কেউ যদি ব্যাঙ্কে ঢুকে আলো জ্বালে, চোখটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু রাস্তার ওপারে শেরিফ সাহেব ঠিক দেখতে পাবেন ব্যাঙ্কের আলো। সদলে ছুটে আসবেন।'

কলেভিন বিশ্লেষণ করে বুঝলো টাকাটা যদিও বা কখনো লোপাট করা যায়, ফেডারেল গোয়েন্দা দপ্তরের ঝানু কর্মীরা তাকে ছিঁড়ে খাবে। মাত্র দুজন শুধু টাকা সরাতে পারে—এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, দুই ব্যাঙ্কের হিসাবরক্ষক মিস ক্রেগ। কিন্তু নার্ভাস মিস ক্রেগের পক্ষে এটা অবাস্তব। সুতরাং.. একটা বিস্বাদ ভীতি ও অসহায়তা কলেভিনের মনের মধ্যে চাগাড় দিয়ে ওঠে।

পুলিশী গাড়িতে পুলিশী প্রহরায় টাকার বাক্স সন্ধ্যা ঘনাবার আগেই এসে গেল। ব্যাঙ্কের ভল্টে সকলকে নিয়ে প্রৌঢ় শেরিফ ঢুকলেন। চোখের কোণে কলেভিন কে দেখে নিয়ে অনুমান করে, আমি গায়ের জোরে বুড়োকে গুঁড়ো করে দিতে পারলেও বুলেটের জোরে ও আমাকে ঝাঁঝরা

করে দেবে। না, তাগদ দেখাবার তাগিদ আমার নেই। ভল্টের মধ্যে কুবেরকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে জেনারেটারটা চালু করে শান্তিরক্ষকরা বেরিয়ে গেল। ব্যাঙ্কের আলো নিভিয়ে দিয়ে মিস ক্রেগ সহ মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে এলো কলেভিনও।

আজ সে আবার হোটেলে ফিরে হেঁসেলে গেল। মিসেস লোরিং চমৎকৃত, 'কি ব্যাপার, আজ আবার ম্যানেজার সাহেব রান্নায় হাত দেবেন না কি?'

গম্ভীরভাবে বললো কলেভিন, 'না, তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরী কথা আছে।'

'এখানেই বলতে পারো, তৃতীয় কেউ নেই।'

'সেদিন তুমি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা হাতাবার কথা বলবার পর আমি অনেক ভেবেছি। তোমার কথাই ঠিক। বুদ্ধি আর সাহসের মিশেল ঘটাতে পারলে ব্যাপারটা সম্ভব হতে পারে।'

'তুমি কি এটা তোমার অন্তর থেকে বলছ?'

'নিশ্চয়, এই বিপর্যস্ত অভাবী দিনগুলির হাত থেকে রেহাই পেতে আমি তোমার সাহায্য চাই, কিট।'

লোরিং-এর জবাবে কোন আবেদন নেই, 'উপযুক্ত ভাগ পেলে নিশ্চয় সাহায্য করবো।'

'তাহলে আজ রাতে আমার ঘরে এসো, আলোচনা করব।'

লোরিং এর পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণ হয়, ফিসফিসিয়ে বললো, 'ঠিক আছে, আমি যাবো।'

এই সেই রাত, যখন কলেভিনের প্রত্যাশাব্যাকুল দৃষ্টির সামনে বন্ধ দুয়ার খুলে গেল এবং মোহময়ী মিসেস লোরিং এসে ঢুকলো। চেয়ার টেনে কলেভিনের মুখোমুখি বসে, 'বলো।'

'তুমি যদি টাকাটা পাও কি করবে?'

'প্রথমেই এই বাজে জায়গাটা ছেড়ে পালাবো, তারপর বাকি জীবনটা ফূর্তি করে কাটাবো।'

'কিন্তু তোমার মেয়ে তো ডেপুটি শেরিফের প্রেমে পড়েছে। সে যদি যেতে রাজি না হয়?'

'ইবিস বয়সে প্রায় নাবালিকা। ভালমন্দ বোধ এখনো ওর হয়নি। জীবনের রঙিন দিকটা একবার দেখতে পেলে বোকা পুলিশটাকে ঘষা পয়সার মতন ত্যাগ করবে।'

লোরিং-এর আলুথালু চুল ও যৌবন সমারোহ মুখের দিকে চেয়ে অনেকটা স্খলিত স্বরে বললো, 'কিভাবে মালটা সরানো যাবে, বলতো?'

'বাঃ! তুমি এখনো উপায়টা ভেবেই দেখনি।'

কলেভিন হাসে, 'না। এখনো ভাবছি, তুমিও ভাবো। আমরা দুজনে, ভেবে চিন্তে উপায় একটা ঠিকই বের করবো।'

লোরিং দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ায়, তার মুখে বিদায়ী সূর্যের বিষণ্ণতা, 'তা হলে নিজের ঘরে গিয়েই মাথা ঘামাই।'

দরজার কাছে যাবার আগেই কলেভিন তড়াক করে লাফিয়ে তার সামনে দাঁড়ায়, হাত ধরে বিছানার দিকে টেনে আনবার চেষ্টা করে। লোরিং এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়, 'ভুল করছো ম্যানেজার। উপযুক্ত দাম না পাওয়া অব্দি আমি বাড়তি কিছুই তোমায় দেবো না, যাও। শুয়ে শুয়ে ভাবো। আমিও ভাবি।'

কলেভিনের মুখের ওপর কপাট বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, আজ তার মনে কোন মেদুরতা নেই অনেককাল পর আজই প্রথম নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছে সে, 'আমি তো' আর একা নই, আমার একজন অংশীদার রয়েছে।

।। পাঁচ ।।

কিছুক্ষণ সবুজ মাঠে শিরা ফুলিয়ে গলফ খেলতে খেলতে কলেভিন দেখলো অন্ধকার ঘনিয়েছে, কুয়াশার জাল ঘন হচ্ছে। শিরদাঁড়া শক্ত করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে সে হোটেলে ফিরলো। এই সেই সময়, যখন হলঘরে তিন মূর্তি—এলিস ক্রেগ, মিস পীয়ারসন ও মেজর হার্ডি। পীয়ারসন ও হার্ডি গুজ গুজ, ফুস ফুস করছে রাজ্যের গুজব, সমস্যা ও তাদের নিরসন নিয়ে। ক্রেগ তার কোট ও টুপি চেয়ারের ওপর ঝুলিয়ে রেখে একমনে উল বুনে চলেছে। দৃশ্যটা আদৌ দৃষ্টি-নন্দিত না কলেভিনের কাছে। সে নীচু স্বরে ক্রেগের সঙ্গে দু চারটে কথা সেরে একসময় রান্নাঘরে ঢুকে

পড়লো। সেখানে লোরিং, কলেভিন তাকে বললো, 'কিট, আজ রাতে আর একবার এসো। খুব জরুরী।'

লোরিং-এর চাঁছাছোলা জিজ্ঞাসা, 'কোন বায়বীয় পরিকল্পনা নাকি?'

কলেভিন, 'না। নিরেট এবং বিশেষ কার্যকরী।'

শহরতলী যখন রাতের প্রভাবে মুমূর্ষু, তখন লোরিং এলো।

কলেভিন, 'আমার মাথায় একটা দারুণ পরিকল্পনা এসেছে। মন দিয়ে শুনবে।'

'আমি মন দিয়েই শুনে থাকি।'

কলেভিন, 'দেখো, ব্যাঙ্ক থেকে আমি টাকাটা সরাতে পারি। কিন্তু পুলিশের সমস্ত সন্দেহ হবে ব্যাঙ্কের দুই কর্মীর ওপর—আমি এবং মিস এলিস ক্রেগ।'

লোরিং (দেওয়াল ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ ফিরিয়ে)—সে গুড়ে বালি। 'তোমার ঘাড়েই গিয়ে পড়বে সন্দেহের সিংহভাগটা।'

'ঠিক'—কলেভিন বলে, দাবার চালটা ঠিক ঠিক দিতে পারলে তবে পুলিশের চৈতন্যে অন্য ছায়া খেলা করবে। তাদের সবটুকু সন্দেহ গিয়ে পড়বে মিস ক্রেগের ওপর।'

লোরিং—'হেঁয়ালি না করে খুলে বলো।'

'আমরা মানে তুমি আমি—প্রমাণ করবো, মিস ক্রেগের একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রেমিক আছে। এমন প্রেমিক যে মিস ক্রেগকে কাজে লাগিয়ে বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখে।'

'কেউ বিশ্বাস করবে না, এলিসের কোন প্রেমিক নেই।'

'নেই তো কি হয়েছে? আমরা প্রমাণ করবো, তার একজন পুরুষ বন্ধু আছে।'

'কি যে মাথামুণ্ডু বলছো বুঝছি না।'

দু চোখ জ্বলতে থাকে কলেভিনের, 'মিস পীয়ারসন আর মেজর হার্ডি হচ্ছেন গুজববাজ ও গল্পবাজ মানুষ। এরা কেবল গল্প বানায় না, বানানো গল্পকে কপ্ করে গিলেও নেয়। কেচ্ছা ইত্যাদির প্রতিক্রিয়া ওদের ওপর দারুণ। তুমি ঐ বুড়োবুড়ির কাছে গিয়ে বলবে, মিস ক্রেগ গোপনে একটি যুবকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেছে। সেই বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে এলিস সুযোগ পেলেই এখানে সেখানে ঘুর ঘুর করে। তুমি হয়তো খেয়াল করেছো, এলিস অফিস থেকে ফিরেই হলঘরে কোট ও টুপিটা খুলে রেখে ভাড়া বাথরুম ছাদে পায়চারি করতে যায়। তুমি ঐ সময় কোট ও টুপিটা কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে রাখবে এবং বুড়ো বুড়িকে বলবে, এইমাত্র এলিস একটি যুবকের সঙ্গে কোথায় যেন বেড়াতে গেল। তারপর আবার এলিস ছাদ থেকে নামলে তার টুপি ও কোট যথাস্থানে রাখবে। এই ধন্দময় কারবারটা তোমায় করতেই হবে, ডার্লিং।'

এবার লোরিং ভীষণ অস্থির।—'বেশ, বেশ, তাই না হয় করলুম, কিন্তু এর সঙ্গে নিরাপদে ব্যাঙ্কের টাকা সরাবার কি সম্পর্ক?'

কলেভিন বলে 'সম্পর্ক অতীব নিগূঢ়, যদিও পৃথিবীর চতুরতম লোকটাও এখানে থৈ পাবে না। ব্যাঙ্কের ভল্ট থেকে শেরিফ সাহেবের অতন্দ্র হুঁশিয়ারী ও তদারকি সত্ত্বেও টাকা যেদিন লোপাট হবে, সেদিন থেকে মিস এলিসও বেপাত্তা হয়ে যাবে। পুলিশ জানবে, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা সরিয়ে মিস ক্রেগ তার প্রেমিকের সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেছে। তার সেই প্রেমিকের গল্প আমি শোনাবো, তুমি শোনাবে। মিস পীয়ারসন শোনাবে। পুলিশ তখন অন্ধকারে হাতিয়ে বেড়াবে মিস ক্রেগ এবং তার বয়ফ্রেন্ডকে।'

লোরিং কালেভিনের পরিকল্পনা শুনতে শুনতে বিচলিত হয়ে পড়ে। তার ঠোঁট শুকনো, হাত কাঁপছে, ঢোঁক গিলছে, কি ভাবছে লোরিং? পিছিয়ে যাবে নাকি? কিন্তু পিছিয়ে যাবো বললেই তো যাওয়া যাবে না। নিজের নিরাপত্তার খাতিরে লোরিংকে সেই সুযোগ কলেভিন দেবে না। হতে পারে সে আকর্ষক রমণী। কিন্তু বিপদ বুঝলে কলেভিন তার গলার হাড়টা মট্ করে ভেঙ্গে দিতে পারে। টাকা আমার চাই-ই, চাই। মিসেস লোরিং কাঁপা স্বরে বললো, 'আমাকে একটু হুইস্কি খাওয়াবে?'

'নিশ্চয়।' উঠে গিয়ে কলেভিন উত্তেজক পানীয় নিয়ে এলো।

হুইস্কিটুকু একসঙ্গে গলায় ঢেলে মিসেস লোরিংয়ের যেন আরো উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, মুখ চোখ

লাল, ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসে তার বুক দুলছে।

লোরিংয়ের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয় কলেভিন। 'তুমি কি ঘাবড়ে গেলে?'...কিন্তু এখন তো ভয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না। তুমি আমার সমস্ত পরিকল্পনা জেনে গেছো। তোমাকে এ অভিযানের শরিক হতেই হবে।'

'তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো?'

কলেভিন চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'তিন শ' হাজার ডলারের জন্য একটা বা দুটো খুন এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। অন্ততঃ এ নিয়ে মাথা খারাপ করলে চলবে না। আব সত্যি কথা বলতে কি, এর আগেও আমি অনেক মানুষ খুন কবেছি। ব্যাঙ্কে ঢুকবার আগে আমি মিলিটাবিতে ছিলাম। ঊর্ধ্বতনের হুকুম মানতে গিয়ে কত তরুণকে নির্বিচারে হত্যা করেছি। আর আজ দুর্দান্ত ভবিষ্যত গড়তে আর একবার এই হাতে রক্ত লাগাতে পারবো না? আমি অত গবেট ভীরু নই।'

দু' হাতে মুখ ঢেকে লোরিং শুনছে। তারদিকে কলেভিন আর এক গ্লাস হুইস্কি এগিয়ে দেয়।

লোরিং চোঁ করে সবটা গিলে নিলো। কেমন যেন অস্বাভাবিক হেঁচকি উঠছে। লোভাতুর দৃষ্টিতে বোতলটার দিকে চেয়ে স্খলিত স্বরে বললো, 'আমাকে আর একটু ভাবতে দাও। মাইবি, একটুখানি সময়—'

'ঠিক আছে। যা ভাববাব আজকের বাতেই ভাববে। কাল সকালেই জবাব চাই।'

লোরিং টলতে টলতে নিজের ঘরে গিয়ে কপাটটা বন্ধ করে দিল।

সিগ্রেট ধরায় কলেভিন। সিগ্রেটটা শেষ হলে বাথরুমে ঢুকে বেশ খানিকটা জল শরীরের ওপর বইয়ে সে একটা তোয়ালে পবে নিজেব ঘবে ফিরে আসে। আবাব একটা সিগ্রেট বের করে আয়নায় নিজেব বিপুল প্রতিবিম্বকে দেখে কেমন যেন কামার্ত হয়ে ওঠে সে। সে অনেকগুলো রাত এখানে পার করেছে অথচ পাশেব ঘবে ..। সে পায়ে পায়ে ঐ বন্ধ কপাটের দিকে গিয়ে হাতলটা ধরে মোচড় দেয় এবং---

কী আশ্চর্য! বন্ধ দুয়াব খুলে গেছে। কলেভিনেব বুকেব মধ্যে যে বন্দী বাঘ এতদিন ক্রুদ্ধ আর্তনাদ ছেড়েছে, আজ সে বেবিয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ সে ঘবে নিশ্চল দাঁড়িয়ে। মৃদু নীল আলো। স্বচ্ছ মশাবির তলায় শুয়ে থাকা মিসেস লোবিংকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পরনে গোলাপি নাইটি। বুক দুটো উঁচু হয়ে আছে। কোমরের কাছ থেকে শবীরটা একটু বেঁকে আছে. একটা হাঁটু মাথা তুলে বুঝি জানিয়ে দিচ্ছে, যে কোন শক্তিমান পুরুষের সঙ্গে দ্বিমুখী দ্বন্দ্বের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে এই রমনী দেহ। লোরিং এবং কলেভিন—দুজন একে অপরের দিকে চেয়ে আছে। কলেভিন ধীরে ধীরে বিছানায় পৌঁছে বসে পড়লো। কলেভিন মশারির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে লোরিংয়ের বাহু স্পর্শ কবলো তারপব নাইটির তলায় ভরাট বুক অব্দি পৌঁছে গিয়েও কোন প্রতিরোধ না পেয়ে সত্যিই এক ক্ষুধার্ত বাঘের মতন মিসেস লোরিংয়ের দেহের ওপব ঝাঁপিয়ে পড়লো। নাইটি ফাইটি কোথায় গুটিয়ে ফেলে নিজের তোয়ালেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কলেভিন লোরিংয়ের যাবতীয় গভীরতাকে ছিঁড়ে ফুঁড়ে তপ্ত তৃপ্তির সন্ধান করতে থাকে। তার প্রয়াসের, উদ্দীপনার অন্ত নেই। কিন্তু মিসেস লোরিং আশ্চর্য নিষ্ক্রিয়, নির্বাক। এ সময় কোন প্রেমিকা যেভাবে সাড়া দেয়, সুখ ও তৃপ্তিতে সমান ভাগ বসাতে চায়, মিসেস লোরিংয়ের মধ্যে তা দেখা গেল না। স্খলন-লগ্নে কলেভিনের মনে হলো, তার চৈতন্যে দোলা দিয়ে গেল সেই বিবক্তির অনুভূতি ; আমি এই মুহূর্তে যেন এক বেশ্যা সংসর্গ সমাপ্ত করছি। কোন সাড়া নেই, পুরস্কার নেই.. ...যাচ্ছে তাই.....।

।। ছয় ।।

টিভির সামনে সিল্যুট নারীমূর্তির যেন বাহ্যবোধ লুপ্ত। হলঘবে আর কেউ ছিল না। নিঃশব্দে কলেভিন ওব দিকে এগিয়ে গেল। ফিসফিসিয়ে বললো, 'টি ভি-কে নিয়ে এভাবে সময় নষ্ট করে কি লাভ।'

চমকে ওঠে এলিস ক্রেগ, 'স্যার।'

কলেভিন যেন আরো অন্তরঙ্গতাব সঙ্গে প্রগলভ, 'আপনার মতন নিষ্ঠাবান ব্যাঙ্ককর্মীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাকে কিছু ভাবতেই হবে।'

'স্যার।'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন, আপনার মতন ব্যাঙ্কগতপ্রাণ কর্মীর আজ ভীষণ অভাব। কামচোরের দল দুনিয়া ছেয়ে ফেলেছে। উন্নতি করবার চেষ্টাও নেই, ইচ্ছেও নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মন দিয়ে পড়াশুনা করে পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে আপনি ব্যাঙ্কে অনেক উন্নতি করতে পারবেন। ব্যাঙ্কের সদর দপ্তর সানফ্রান্সিসকোতে আপনি বদলিও হয়ে যাবেন।

এলিস ক্রেগের শরীর ঈষৎ উদ্বেলিত হয়। চোখে স্বপ্ন ঘনায়, 'আমি কি করতে পারি?' কলেভিন বললো, 'সন্ধ্যার সময় টি. ভি -র সামনে বসে থাকাটা বন্ধ করতে হবে। এই দু-তিন ঘণ্টা আপনি আপনার ঘরে গিয়ে দরজায় খিল তুলে পড়াশুনা করতে পারেন। ব্যাঙ্কিং মেনুয়্যাল, গাইড বুকগুলি পড়ুন, মুখস্থ করুন। রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে দূরদর্শন দেখুন। সন্ধ্যাটা নষ্ট করবেন না।

মিস ক্রেগ কৃতজ্ঞতায় উঠে দাঁড়ায়, 'তাহলে আমি আজ থেকেই শুরু করে দিই।'

'নিশ্চয়।'

অভ্যাসমত এলিস কোট ও টুপি হলঘরে রেখে নিজের ঘরে চলে গেল। এখন সে এক অদ্ভুত উচ্চাশা নিয়ে ব্যাঙ্কের আইন-কানুন মুখস্থ করবে।

ক্রেগের টুপি ও কোটটা এনে কলেভিন রান্নাঘরের এক কোণে রেখে দেয়।

মিস পীয়ারসন ও মেজর হার্ডির হলঘরে পদার্পণ ঘটলো। কলেভিন এদের দিকে চেয়ে রহস্যময় গলায় বলে, 'টি ভি. চলছে, কিন্তু টি. ভি.-র সামনে মিস ক্রেগ বসে নেই।'

মিস পীয়ারসন বলে, 'ওমা তাই তো। মেয়েটা গেল কোথায়?'

কলেভিন—'মিঃ এর্কেস এসে ওকে নিয়ে গেছে। সম্ভবত ওরা এখন পার্কে কোন একটা গাছের তলায় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে।'

মেজর হার্ডি—'এর্কেস কে?'

কলেভিন—'মিস ক্রেগের হৃদয়।'

বুড়ো বুড়ি প্রায় একই সঙ্গে মিহি ও খটখটে গলার মিশ্রণে বলে, 'মিসেস লোবিং বলেছিল বটে।'

কলেভিন অনুনয় করে, 'বড় লাজুক মেয়ে এলিস। ওকে এ ব্যাপারে কিছু বলে লজ্জা দেবেন না যেন।'

মেজর হার্ডি মাথা নাড়ে, 'না, না। আমরা এখনই ওকে ঘাঁটাতে যাচ্ছি না। ওর ধূ ধূ মন ঠিক ঠিক সবুজ হয়ে উঠুক, তারপর—'

মিস পীয়ারসন হি-হি করে হেসে ওঠে।

কিটি লোরিংকে বেশি রাতে পাকড়ানো হলো। তার চোখ লাল, চুল আলুথালু, বদন অশ্রুবৃত, মুখে বিহ্বলতা, চোখের নিচে কালির আস্তরণ, সর্বাঙ্গ শিথিল—এ্যালকোহলে চুর চুর।

কলেভিন বললো, 'কিটি, টাকাটা সরাবার পরই কিন্তু তা ভোগ করতে পারছি না।'

'কেন?'

'কারণ, তোমার ও আমার—দুজনেরই বর্তমান আর্থিক অবস্থাটা সুবিধের নয়। এখন হঠাৎ যদি আমাদের বড়লোকি চাল চলন শুরু হয়ে যায়, ফ্রেডারেল গোয়েন্দারা নেক নজরে তাকাতে বাধ্য।'

'তোমার অভিমতটাই শুনি।'

'আমার পরিকল্পনাটা হলো, মালটা হাতাবার পরও বেশ কিছুকাল আমরা এমনি অবস্থাতেই থাকবো। ডাকসাইটে ধনী হয়ে উঠবার কোন কিছুই থাকবে না তোমার আমার আচরণে। এরকম কিছুদিন চলবার পর একদিন লোকেরা দেখবে, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।'

লোরিংয়ের হেঁচকি উঠলো 'বিয়ে? তো-মা-র সঙ্গে। অসম্ভব।' খানিকটা খিঁচিয়ে উঠলো কলেভিন, 'তিন শ' হাজার ডলারের অর্ধেকটা পেয়ে গেলে এরকম কিছু কৌশল তোমাকে নিতেই হবে। এমন সুযোগ জীবনে সবসময় আসে না।'

'ঠিক আছে। তারপর?'

'তারপর একদিন আমি চাকরিতে ইস্তফা দেবো। তুমিও হোটেল বেচে দেবে। পাঁচ জনে জানবে, এ সুখী দম্পতি এখন যৌথ উদ্যোগে নিজেদের ভাগ্য গড়তে লড়াই শুরু করবে। তখন,

আমরা দক্ষিণের কোন বড় শহরে পাড়ি দেব। সেখানে গিয়ে কারবার, জুয়ার বোর্ড ইত্যাদি লোক দেখানো ব্যাপারের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করবো, আমরা দ্রুত ধনী হয়ে উঠছি। তারপর একসময় কোর্টে গিয়ে ডিভোর্স চাইবো তোমার মতন তুমি, আমার মতন আমি।'

নিষ্প্রাণ স্বরে লোরিং বললো, 'এ যে অনেকদিনের ব্যাপার।'

'এমন কিছু নয়, তিন থেকে চার বছরের মামলা।'

'উরে ব্বাশ। না-না।'

'বোকার মতন মাথা নেড়ো না। বাকি জীবনটা পায়ের উপর পা তুলে কাটাতে হলে তিন চার বছর ধৈর্য ধরতেই হবে। যে মানুষের ধৈর্য নেই, ভাগ্যও তার চিরকাল জোড়াতালি মারা অবস্থায় থাকে।'

লোরিং বলে, 'টাকাটা সরিয়ে রাখবে কোথায়?'

আপাতত ঐ ব্যাঙ্কের মধ্যেই।

'আশ্চর্য তো।'

'এটাই বাস্তবসম্মত ভাবনা। আমাদের ঐ ব্রাঞ্চে অনেক পুরনো বাক্স-প্যাঁটরা ডাই করা আছে। টাকাটা ওরই মধ্যে কোথাও গুঁজে রাখবো। ফেডারেল পুলিশ যখন পাতি পাতি করে টাকাটা খুঁজবে, কুবেরের ধন তখন ব্যাঙ্কেরই এক কোণে ঘুমিয়ে আছে। কোন শালা ভাবতেই পারবে না। পরে অস্থিরতা থিতিয়ে এনে মাল এনে ফেলবো তোমার কাছে।'

কলেভিন খুক খুক করে হেসে লোরিংয়ের কোমরে একটা আলতো থাপ্পড় দিয়ে বললো, 'তোমার কিন্তু অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। প্রতি কাজই সূক্ষ্ম, সাবধানে করতে হবে। তোমার ওপরে অনেকটা নির্ভর করবে। মাথা গরম করবে না। খাপ্পা হয়ে উঠবে না। আমি যেমন বলি, তেমন তেমন করো।'

'বলে যাও।'

'প্রথমত, মিস এলিস ক্রেগ আজ থেকে আর হলঘরে বসে সন্ধ্যায় টি ভি. দেখে কাটাবে না। আমি এমন মন্ত্র দিয়েছি যে, এখন থেকে সে প্রতি সন্ধ্যাতেই তার ঘরে বসে ব্যাঙ্কের কানুন মুখস্থ করে কাটাবে। তুমি এই সুযোগে শ্রীমতীর টুপি ও কোট পরে, বাইরে বেরিয়ে পড়বে। আমিও একটা অন্য ধরনের কোট পরে নকল গোঁফ লাগিয়ে একটা পুরনো গাড়ি নিয়ে হাজির হবো এই হোটেলের লনে। গাছ গাছালির আবছা ছায়ায় দুজনে মিলিত হবো। আমি তখন কলেভিন নই, এলিসের প্রেমিক এর্কেস। আর তুমিও তখন লোরিং নও, এলিস ক্রেগ। হলঘরের জানালা দিয়ে দুই বুড়োবুড়ি—হার্ডি ও মিস পীযারসন আলিঙ্গনাবদ্ধ, চুম্বনাবদ্ধ অবস্থায় এলিস ও এর্কেসকে দেখে কি খুশিই না হবে।'

'অদ্ভুত। তারপর?'

'দ্বিতীয়ত, তোমার সঙ্গে আমার যে বেশ একটা ভাব ভালোবাসা গড়েছে সেটা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সবসময় কাছাকাছি থাকা। চোখে চোখে মধুর ইশারা, একটু ছোঁয়া .. নিজের মেয়েকে জানিয়ে দেবে, আমাকে তুমি বিয়ে করতে চলেছো।'

'ও ঈশ্বর।'

'ভগবানের দোহাই দিচ্ছ কেন? আমার সঙ্গ আর বুদ্ধির দৌলতে তোমার বরাত খুলে যাচ্ছে।'

'বেশ তারপর?'

'তারপর তো সেই শুক্রবারের কালরাত্রি। ঐ তারিখে সন্ধ্যার পরেও অনেকক্ষণ যাবৎ ব্যাঙ্কের কাজে আমি এলিসকে আটকে রাখবো। সে যখন কাজে ডুবে থাকবে, আমি এক ফাঁকে গিয়ে ব্যাঙ্কের পিছনের দরজাটা খুলে দেবো। ঐ দরজাটা সাধারণতঃ বন্ধই থাকে, ওর চাবি আমার আর এলিসের কাছে থাকে। ফিরে এসে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এলিসকে চিরকালের মতন—'

আতঙ্কে আড়ষ্ট লোরিং আবার উচ্চারণ করে, 'হা ঈশ্বর!'

কলেভিন বলে চলে, 'তিন শ' হাজার ডলারের জন্য দু' একটা পায়রা শাবকের রক্ত এমন কি বড় কথা। হুঁ, যা বলছিলাম, তুমি আর একটা গাড়িতে চেপে চলে আসবে ব্যাঙ্কের পেছনে। চুপচাপ ভেতরে ঢুকে এলিসের টুপি ও কোট পরে সামনের দরজা দিয়ে আমার সঙ্গে বেরিয়ে আসবে।

শেরিফ সাহেব দেখবেন, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার এবং এলিস ক্রেগ ব্যাঙ্কের সব বাতি নিভিয়ে বেরিয়ে গেল।'

মিসেস লোরিং ঠোঁট কামড়ে পায়ের দিকে চেয়ে আছে, ঘাড় ফেরাচ্ছে না, কেবল তার নাসা কাঁপছে।

কলেভিন কিন্তু বলতেই থাকে, 'মধ্যরাতে তুমি আবার ঐ এলিসের পোশাক পরেই ব্যাঙ্কের সামনে দিয়ে হেঁটে যাবে। তবে আমি থাকবো, এর্কেসের ছদ্মবেশে। ব্যাঙ্কের পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকবো। তোমার গাড়িটা তো সেখানেই থাকবে। ব্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকে অন্ধকারে আমি পট্ পট্ সব কটা বাল্ব খুলে ফেলবো। থাকবে কেবল ভল্টের মধ্যেকার বাল্ব। এই বাল্বটার সুইচ্ অন করা মাত্র ইলেকট্রনিক আইটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। শেরিফ মহাশয় টেরও পাবেন না, কারণ ভল্টের মধ্যের আলোটা বাইরে থেকে আদৌ দেখা যায় না। আমরা টাকাটা সরাবো, লুকিয়ে রাখবো এবং ক্রেগের লাশটাকে এনে তোমার অপেক্ষমান গাড়িতে ফেলবো।'

'ও ঈশ্বর!'

'অনেকটা পথ—ঢালু পথে—আমরা গাড়িতে এলিস ক্রেগের লাশটা নিয়ে যাবো—স্টেশনের দিকে। গাড়িটা একটা পেট্রল পাম্পে দাঁড় করাবো। সেখানে কথাচ্ছলে আমরা পরস্পরকে এলিস ও এর্কেস নামে অভিহিত করবো। কথাবার্তায় আমরা দুজনে থাকবো যুগপৎ স্ফূর্তিবাজ।...ও বলতে ভুলে গেছি, এ ঘটনার আগের দিন তুমি তোমার বর্তমান গাড়িটাকে স্টেশনের কাছাকাছি কোথাও পার্ক করে রেখে আসবে আমরা দুজনে এলিসের লাশটার একটা হিল্লে করে ব্রাহ্মমুহূর্তের আগেই ফিরে আসবো। লাশবাহী গাড়িটা পথেই পড়ে থাকবে।'

লোরিংয়ের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে কলেভিন। লোরিং কাঁপছে, এখন তার লোভের চেয়ে আতঙ্কই বেশি। কাঁপা হাতে গলায় হুইস্কি ঢালে, হাঁসফাস করে, বুকের বাঁধন আলগা, শরীরময় তন্দ্রালু ঢল! কলেভিন ইচ্ছে করলেই এখন ওকে বিছানায় নিয়ে ঝাঁপাতে পারে। কিন্তু এক রাত্তিরের অভিজ্ঞতাতেই কলেভিন টের পেয়েছে, লোরিং বিছানায় কি বস্তু—মিলনের ঝোঁক নেই, পাল্টি খাবার রোখ নেই, কেবল দেহটাকে হেঁদিয়ে রাখে—ক্ষমতাবান পুরুষ কলেভিনের ওরকম মেয়েমানুষ একদম অপছন্দ।

পরদিন বিকেলে সিঁড়ি বেয়ে উঠবার মুখে ফুটফুটে এক স্বাস্থ্যবতী আকর্ষণীয়া কিশোরীর মুখোমুখি হতেই কলেভিন চমৎকৃত।

কিটি লোরিংয়ের মেয়ে ইরিস লোরিং। অমন উঠতি যৌবনাকে দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই, মুগ্ধতা ইরিসের চোখেও—অমন এক পুরুষালি চেহারা, দৃষ্টিতে বুদ্ধিদীপ্ত হাসি-তামাশা।

'আপনিই তো মিঃ ডেভ কলেভিন। ব্যাঙ্ক ম্যানেজাব, আমাদের নতুন বোর্ডার?'

'এবং তুমিই তো ইরিস লোরিং?'

'মার কাছে আপনার কথা শুনেছি।'

'তোমার কথাও কিটি আমায় বলেছে, এখন চললে কোথায়?'

'টেনিসের কোর্টে। এমন সুযোগ বড় একটা পাই না। পরে আবার দেখা হবে।'

'নিশ্চয়।'

আপন উদ্দীপনায় ডানা কাটা পরী উড়ে গেল। কলেভিন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে—কিটির বদলে যদি ওর মেয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হতো। পিটস্‌ভিলের দিনগুলি কি মাধুর্যময়ই না হতো।

ইরিস কোর্ট থেকে বেরিয়ে ডেপুটি শেরিফ কেন ট্রেভারসের সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে একেবারে সমুদ্রবেলায়। সমুদ্র আজ উদাসীন, ক্রমশ শ্লেটের রং নিচ্ছে।

ইরিস—'আমার খুব চিন্তা হচ্ছে।'

কেন—'হেতু?'

ইরিস—'মা আবার ড্রিংক করতে শুরু করেছে। আমার মা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।'

কেন—'এরকম হবার কারণ?'

ইরিস—'বুঝতে পারছি না।'

কেন—'দরকার মনে করলে তোমার পরিচিত মানসিক ডাক্তারের সাহায্য নাও।'

'ইরিস—অবস্থার আরো অবনতি ঘটলে তাই করতে হবে।'

'দেরি না করাই ভাল। ব্যাধির উপসর্গ যখন দেখা দিয়েছে, ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াই ভাল।'

বেদনার ছায়া ইরিসের মুখে। বাবা দুর্ঘটনায় মারা যাবার পর প্রচণ্ড হতাশায় মা মদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। কদিনের মধ্যেই দুঃসহ স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত হলো। সর্বক্ষণ অ্যালকোহলের জন্য আঁচড়াচ্ছে, খামচাচ্ছে। অসংলগ্ন কথা বলছে, সম্মানবোধ থাকছে না। সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে মাকে সারিয়ে তুলতে কিশোরী মেয়ে ইরিস কী লড়াইটা না করেছে। সিনেমা হলে টিকিট বেচা, হোটেল চালানো—মানসিক হাসপাতালে মাকে রোজ দেখতে যাওয়া—ইরিসকে যারা চেনে সকলেই বাহবা দেয়।

মা ভালো হয়ে উৎসাহ ও উচ্চাশা নিয়ে ফিরে এলো। মদ ছেড়েই দিয়েছিল। আবার কেন বোতলের দিকে হাত বাড়াতে শুরু করেছে সে?

ইরিস অন্য কথায় যায়—'আজ আমাদের নতুন বোর্ডার ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মিঃ ডেভ কলেভিনের সঙ্গে পরিচয় হলো।'

সন্দিগ্ধ স্বরে কেন, 'তাই নাকি?'

'দারুণ চেহারা, তাই না?'

'চোখে মুখে কিন্তু কেমন যেন দুষ্কর্ম ও নিষ্ঠুরতার চিহ্ন।'

'মোটেই না। বরং কী অমায়িক উদার হাসি।'

'সেই হাসিতে বধ হয়ে গেলে নাকি?'

'ছিঃ কেন, আমাকে এভাবে কখনো অপমান করবে না।'

ট্রেভারস স্বস্তির ছোঁয়া পেয়ে হেসে ওঠে, 'আরে আমি ঠাট্টা করছিলুম। তুমি হলে আমার বাগদত্তা।'

।। সাত ।।

আশ্চর্য আবির্ভাব যেন। ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের চেম্বারে ইরিস লোবিং ঢুকে পড়েছে। ম্যানেজারের চেম্বারের সাফসুফ টেবিলের এধারে একটা চেয়ার নিলো। মুখোমুখি, সামান্য বিচলিত, সপ্রশ্ন।

'আপনি নাকি আমার মাকে বিয়ে করতে চলেছেন?'

কলেভিন চেয়ারে দোল খেতে খেতে মিষ্টি হেসে বললো, 'কিটির মতন সঙ্গিনী দুর্লভ।'

'আপনি ওকে ভালবাসেন?'

'অদ্ভুত প্রশ্ন তো। ভাল না বাসলে আমি তাকে বিয়ে করতে যাবো কেন? কিটিও আমাকে ভালবাসে। আমরা দুজনে যথেষ্ট পরিণত মনস্ক। বিয়ের পর আমরা দুজন দুজনকে নানাভাবে সাহায্য করতে পারবো।'

ক্রমশ ইরিসের উদ্বেগ কমে আসছে, সে কলেভিনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

কলেভিন বললো, 'বিয়ের পর যৌথ প্রয়াসে আমরা আমাদের ভাগ্যের চাকা ঘোরাবার চেষ্টা করবো। হয়তো আমি এই ব্যাঙ্কের চাকুরি ছেড়ে দেবো। কিটিও হোটেল বেচে দেবে। তারপর আমরা দক্ষিণের কোন শহরে যথাসর্বস্ব নিয়ে চলে যাবো। সেখানে কোন লাভজনক ব্যবসা করবো। আমার কিছু প্রতিষ্ঠিত ধনী বন্ধু আছেন, যাদের সহায়তা পেতে পারি।'

কলেভিন থামলো। প্রতিটি উচ্চারিত শব্দে প্রত্যয় ও হাসি।

ইরিস বললো, 'তার মানে, আপনারা পিটসভিল থেকে আমাকেও নিয়ে যাবেন?'

'তোমার মার তো তাই ইচ্ছে। সে কেবল কেন ট্রেভারসের সঙ্গে তোমার প্রেমকে নাকচ করছে না, তরুণ ডেপুটি শেরিফকে বেইজ্জতি করবার সুযোগ খুঁজছে।'

তীক্ষ্ণভাবে ইরিস বলে, 'সে আমি জানি। আপনার কি অভিমত?'

হাসি আরো মোলায়েম করে কলেভিন সিগ্রেট ধরায়, ধোঁয়ার রিং ছাড়ে বাতাসে, 'এ ব্যাপারে আমার অভিমত তোমার মার ঠিক বিপরীত। আমি মনে করি কেন হচ্ছে সচ্চরিত্র যুবক যার সঙ্গে নিশ্চিন্তে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া চলে। কিটিকে বুঝিয়ে রাজি করাবো- -আমরা দক্ষিণে গেলেও তুমি পিটস্‌ভিলে ডেপুটি শেরিফের ঘরনী হয়ে থেকে যাবে।

দু'চোখ কৃতজ্ঞতায় চকচকে। ইরিস বলে, 'আপনি যদি মাকে রাজি করাতে পারেন, বড় ভালো হয়। মা ট্রেভারসের নাম নিলেই তেতে ওঠে।'

'এ ব্যাপারটা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও। আর কিছু?'

ইতস্ততঃ করে ইরিস নরম স্বরে বললো, 'আপনি আমার ভাবী পিতা। তাই আপনাকে ব্যাপারটা জানানো উচিত। কয়েক বছর, আগে মা মানসিক অসুস্থতার শিকার হয়েছিল।'

চমকে ওঠে কলেভিন, ইরিস দুঃখিনীর গলায় থেমে থেকে বলতে থাকে, 'বাবা মারা যাবার পর মা অস্বাভাবিক মদ খায়। তৃষ্ণার্ত লোকের জলপানের মতন মদ্যপান। এতে কেবল পয়সার শ্রাদ্ধ হলো না, মা স্নায়বিক রোগগ্রস্ত হলো। বুদ্ধি ও স্মৃতি—দুইই, লোপ পেল। বাধ্য হয়ে মানসিক হাসপাতালে পাঠাতে হলো। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আমি তাকে সুস্থ করে তুলি। ইদানীং আবার মদের দিকে ঝুঁকেছে। আচাব আচরণে কেমন যেন অপরাধবোধ। আপনি বিয়ের পর ওর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। আমার মা খুব দুঃখিনী, অসহায়। মেয়ে হিসেবে এটা আমার একান্ত অনুরোধ।'

যথাসম্ভব দরদেব সঙ্গে কলেভিন জবাব দেয়, 'নিশ্চয়। কিটির মঙ্গল মানে তো আমারও মঙ্গল। এখন যদি একটু আধটু মদ খায় সেটা ধর্তব্যের মধ্যে এনো না। একবার যখন জেনে গেছি, তখন এ ব্যাপারে যাবতীয় ধকল সামলাবার দায়িত্ব আমারই।'

সন্তুষ্ট, নিশ্চিন্ত, কৃতজ্ঞ ইরিস চলে যায় চোখ-কান দিয়ে হল্‌কা বের হচ্ছে। সে সর্বনাশের দেঁতো হাসি দেখতে পাচ্ছে। আমি এক নম্বরের বুদ্ধু, তিনশ হাজার ডলার ভাবতে ভাবতে এমন চেগে গেলাম যে লোক চিনতে ভুল করলাম। একটা মাথা খারাপের কাছে কিনা সব খুলে বলেছি। যার মাথারই ঠিক নেই। মদের গন্ধে যে ছোঁক ছোঁক করে, তার পেটে গোপন কথা কতক্ষণ থাকবে?...কি কবা যায়? ... কি. ...। যাক টাকাটা তো আগে সরাই ঐ পাগলাকে নিয়ে। তারপর খুনের সংখ্যা একের বদলে যদি দুই হয় সেটা প্রায় তুড়ি মেবে উড়িয়ে দেবাব মতন হবে কাককর্ম। তাই না? .

কলেভিনের ঘরে রাত দুপুরে কপাট খুলে কিটি লোবিং ঢুকলো। পোশাক অসংবৃত। দুই পা টালমাটাল। ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। জীবন মানেই প্রতিযোগিতা, লোবিং তা ভুলে গেছে। উচ্চারণে অস্থিরতা, 'তা হলে কাল তোমাব হাতে এলিস খুন হচ্ছে?'

'সে বকমই তো কথা। আদৌ যদি টাকাটা সবাতে হয় —'

'না না না. তুমি কান খাড়া করে শোন, এলিসকে তুমি খুন করতে পারবে না।'

'তিনশ হাজার ডলার।'

'চুলোয় যাক তোমাব তিনশ' হাজাব ডলার। আমাব একটি পয়সারও দবকাব নেই। যে টাকায় বক্তের দাগ থাকবে, আমি তা ছোঁব না। খবর্দার তুমি যদি এলিসকে খুন করো—'

কলেভিনের মুখের দিকে চেয়ে লোবিং থেমে গেল। সেই মুখে বিকট হিংস্র দু'টো চোখ জ্বলছে। দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'অর্থাৎ আমাকে উস্কে দিয়ে তুমি আমার সঙ্গে বেইমানি করতে চাইছো। ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে তাই করো। তবে আমি তোমাব যা ক্ষতি করার তা কববো। দুনিযার সব লোক জেনে গেছে আমাদেব প্রেম ও বিয়ের কথা। কাল ভোবে উঠেই আমার প্রথম কাজ হবে ঘোষণা করা—কিটি লোবিংকে বিয়ে কবা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাবণ কিটির মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা হাতানো, এলিসকে খুন কবা—এই বকম কী উদ্ভট কথা প্রলাপের মতন বকছে আর ঢক ঢক করে মদ গিলছে । ওকে এখনই উন্মাদগাবে পাঠানো উচিত। আমাব কথা সকলেই বিশ্বাস করবে এমন কি তোমাব মেয়ে অব্দি। কারণ কয়েক বছর আগে তোমাব এরকম হয়েছিল। তোমার চিৎকার, প্রতিবাদ কেউ শুনবে না, কেউ বিশ্বাস করবে না—পাগলে কি না কয়।.. আমবা সকলে মিলে তোমাকে হিড হিড করে টেনে পাগলাগাবদে নিয়ে যাবো। ইরিস হোটেল চালাবে আর আমি এই ঘরে বহাল তবিয়তে শুয়ে বসে কাটাবো।' খ্যাক খ্যাক করে হেসে ওঠে কলেভিন। আতঙ্কে কিটির শুকনো ঠোঁট কাঁপতে থাকে, সে কঁকিয়ে ওঠে, 'না, না, তুমি এভাবে বলো না আমার অতবড় সর্বনাশ করো না।'

কলেভিন খিঁচিয়ে ওঠে, 'তুমি আমায় জেলে পুরতে চাইবে আর আমি তার প্রতিদান দেব না?'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে দুহাতে মুখ ঢেকে কিটি নিজের ঘরে ঢুকে দুম করে দরজা বন্ধ করলো। হাতের সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেলে কলেভিন স্বপ্নভঙ্গের হতাশাকে নিয়ে খাব কিছু ভাবতে পারছে

না। কোনক্রমে শুয়ে পড়লো।

অনেক রাতে কলেভিনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার শিথিল স্নায়ু কৌতূহল ও সতর্কতার ফণা তুলেছে। নীল চোখে খুনীর মানসিকতা। একটা হাত বালিশের তলায় পিস্তলের ওপর, অদৃশ্য কারুর ইশারা পেলে এখনই ঘটিয়ে দেবে রাত্রিকালীন নৈঃশব্দের মন্বন্তর—একটি ছায়ামূর্তি ঘরের মধ্যে হাঁটাচলা করছে। সেই মূর্তি তার খাটের কাছে এসে দাঁড়ায়, ঝুঁকে পড়ে তার মুখের ওপর এবং করুণ আর্তি শোনা যায়। 'ডেভ আমি, আমি এসেছি, আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমি তোমার সবকথায় রাজি।'

কলেভিন তার হাতটা পিস্তলের ওপর থেকে সরিয়ে কিটির কপালে রাখে। তারপর গালে, তারপর বুকের ওপর ওকে টেনে নেয়। যদিও ইপ্সিত সুখ মিলবে না, তবুও নিজেকে ও কিটিকে চকিতে নগ্ন করে ভীষণ এক শারীরিক যুদ্ধে বিছানাপত্র লণ্ডভণ্ড করতে থাকে কলেভিন।

।। আট ।।

নির্দিষ্ট কুঠুরিতে তিনশ ডলারের বাক্সটা ঢুকিয়ে জেনারেটরের সাহায্যে যন্ত্রচক্ষুটাকে চালু করে বৃদ্ধ শেরিফ সদলবলে বিদায় নিলেন। যাবার আগে উচ্চিংড়ি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে কলেভিনকে মনে করিয়ে দিলেন, 'ব্যাঙ্ক থেকে বের হবার ঠিক আগে মেইন লাইনটা অফ করে যাবেন। তার আগে লাইট অফ করবেন না। মিস ক্রেগ অবশ্য সবই জানেন।'

মৃদু হেসে সায় দেয় কলেভিন। কিন্তু তার হাত ও কপাল ঘামে ভিজছে। পুলিশ চলে যাবার পর সে ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করে দেয়। এলিস একমনে কাজ করে চলেছে। কলেভিন ভাবে আর মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে মেয়েটা আমার হাতে বলি হবে।

কলেভিন কাজে মন বসাতে পারছে না। সামান্য মাস্থলি স্টেটমেন্ট লিখতে ও মেলাতে গিয়ে হিমশিম। ভুল হয় আর এক একটা শিটকে দলা পাকিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাক্সে নিক্ষেপ করে। কিটির সাহায্য তার আজ খুব দরকার। কিন্তু কিটির মত বেসামাল মনের সাক্ষীকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। খালি ঢুক্ ঢুক্ মদ গিলছে আর খিস্তি পাড়ছে, কখন যে সব ফাঁস করে দেবে—ভাবলে কলেভিনের গায়ে কাঁটা দেয়। টাকাটা হাতাবার পর অবশ্য তাকে কিছুটা সময় নিতেই হবে। তারপর একদিন বাথরুমে ঢুকে কিটির মাথায় মোক্ষম আঘাত। কেউ খুন বলে ভাববে না। মাতাল মহিলা পা পিছলে কলের সঙ্গে মাথা ঠুকে বাথটাবে চিৎপটাং এবং খাবি খেতে খেতে নিশ্চিত মৃত্যু। তারপর রয়ে সয়ে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে সে লাস ভেগাসে যাবে। সেখানে তার বন্ধু জুয়াড়ি বোর্ডের মালিক মারভিন গডউইনের সাহায্যে এমন প্রমাণ করবে যেন জুয়ার দান জিততে জিততে কলেভিন কোটিপতি হয়ে গেল। তারপর একদিন লাস ভেগাসকেও 'গুডবাই'। ছকটা কি খুব খারাপ?

সময় বয়ে চলে। কলেভিন তার ড্রয়ার থেকে বালিভর্তি মোজাটাকে বের করলো। বেশ ভারী ও সহজে ব্যবহারযোগ্য। এলিস ক্রেগকে খতম করার পক্ষে যথেষ্ট।

টেলিফোনের বোতাম টিপে টিপে সে কিটিকে ধরলো।

'কে রে?'—কিটির চিৎকার। গলার আওয়াজটা টের পাওয়া যায়, আকণ্ঠ মদ গিলে যাচ্ছে। কলেভিন একে নিয়ে কাজে নেমে যে কি ফাঁপড়ে পড়েছে।

'আমি ডেভ। আর আধঘণ্টার মধ্যে আসছো তো?'

'অত মনে করিয়ে দিতে হবে না। আমাকে কি ভাবো বলো তো?'

'প্লিজ আস্তে। এলিস শুনতে পাবে।'

'আমি এই পনের মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

কলেভিন ফোন নামিয়ে রাখে। কুল কুল করে ঘামছে। সময় নেই, সময় নেই...। সে এখনই এলিসকে শেষ করবে। যে হাতে কাজ সারবে, কোন বাহানায় এত কাঁপছে? আঘাত হানবার আগেই অমন কালঘাম তো ভাল নয়। হুঁ, কলেভিন জীবনে অনেক খুন করেছে তা যে কারণেই হোক। খুন করার মধ্যে সে খুঁজে পায় এক অদ্ভুত আনন্দ ঘন শিহরণ, যেন কোন পারঙ্গমা স্বৈরিণীর সঙ্গে পরমসুখে কাজ সারছে। সে যখন যুদ্ধে ছিল, প্রতিপক্ষের এক জাপানী তরুণকে একটা গাছের সঙ্গে ঠেসে ধরে সে হত্যা করেছিল। আহ, তখন কী সুখ, কী সুখ...।

'মিস ক্রেগ!'

এলিস কলেভিনের ডাক শুনে পর্দা সরিয়ে এ ঘরে এল। টেবিলের ওপর রাখা এলোমেলো কাজগুলো দেখিয়ে কলেভিন বলল, 'আজ কেন জানি না আমার কাজে ভুল হচ্ছে। আপনি দেখুন তো স্টেটমেন্টটা ঠিক হয়েছে কিনা।'

এলিস অফিসের কাজে সদা উদ্‌গ্রীব। বিরাট টেবিলটাকে পাক খেয়ে কাগজগুলো গুছোতে থাকে, তারপর নির্ভুল কাজ করবার তাগিদে চেয়ারে বসে পড়ে। কলেভিন ওর সাদা ঘাড়ের ওপর প্রখর দৃষ্টি রেখে আস্তে আস্তে এগোতে থাকে ডান হাতে সেই ভারী বালিভর্তি মোজা নিয়ে। সে যেই অস্ত্রসমেত হাতটা তুললো ঠিক তখনই কলেভিনকে ভীষণ চমকে দিয়ে টেলিফোনটা চিৎকার করে উঠলো। কলেভিন হকচকিয়ে অস্ত্রটাকে পকেটে রাখে। এলিস হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা কানে তুললো, কলেভিনের দিকে ঘুরে বললো, 'মিসেস রসন আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

বিস্মিত হয় এলিস কলেভিনের মুখেব দিকে চেয়ে, 'স্যার আপনাকে ওরকম দেখাচ্ছে কেন? আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?'

কলেভিন কোন জবাব না দিয়ে ফোনে কথা বলা শুরু করে। ব্যাঙ্কের এক বিশিষ্ট গ্রাহক মিসেস রসন শেয়ার বেচাকেনা সম্পর্কে খোশমেজাজে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের পরামর্শ চাইছেন। বড় বাচাল। কানের পোকা খসে যায়। কলেভিন মনে মনে খিস্তি দেয়। সময় বয়ে যায়, এখনো ব্যাঙ্কের পিছনের দরজাটা খোলা হয়নি। যদি লোরিং দরজা বন্ধ দেখে ফিরে যায়? দুম্ কবে ফোনটা কেটে দিয়ে লাফিয়ে ছুটলো পিছনের দরজা খুলতে। এলিসের মনে বিপদ ও অস্বস্তি বিজকুড়ি কাটছিল। সেও কলেভিন-এর পিছন পিছন ছুটলো। দরজা খুলতেই কলেভিন দেখলো, অন্ধকারে কিটি দাঁড়িয়ে। যথারীতি মদে টালমাটাল।

এলিসের বিস্মিত বিপন্ন কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'মিসেস লোরিং! আপনি! এখানে এ সময়ে?'

দুজনকে একসঙ্গে গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে হচ্ছে কলেভিনের। আবার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে। বিপদের গন্ধ পেয়ে এলিস না এখনই ছুটে পালায়। কিটি কিছু বলবার আগেই আবার টেলিফোনের আর্তস্বর। চড়া গলায় কলেভিন এলিসকে হুকুম দেয়, 'দাঁড়িয়ে কেন? যান, ফোনটা ধরুন না। 'বিহ্বল এলিস ফোনটা ধরতে গেছে কি না গেছে, বেসামাল কিটি হাউমাউ করে ওঠে' আরে, আমি যে ওকে মৃত দেখবো আশা করেছিলাম তুমি তাহলে এতক্ষণ ধরে—'

কলেভিন চাপা হুঙ্কার দেয়—'চুপ! না হলে মুখ চেপে ধরবো।'

এলিস এসে বললো, 'স্যার, মিসেস রসন আবার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। কলেভিন একলাফে নিজের চেম্বারে গেল। আর তখন ব্যাঙ্কের সবচেয়ে বড় টেবিলের সামনে দুই নারী মুখোমুখি—এলিস ও কিটি। এলিস আবার প্রশ্ন করে, 'আপনার কি কোন দরকার আছে এখানে?'

বড় বড় চোখ করে কিটি বললো, 'আমার চেয়েও বেশি দরকার আছে ঐ লোকটার। ঈশ্বরের দোহাই এলিস ও আজ তোমাকে খুন করবে। সত্যি বলতে কি এতক্ষণে, তোমার লাশটা এখানে পড়ে থাকবার কথা ছিল।'

মিসেস রসনকে আগামীকাল সকালে আসতে অনুরোধ করে কলেভিন এ ঘরে ঢোকামাত্র কিটির কথাগুলো শুনতে পেল। এলিস ক্রেগ চকিতে ভল্টের দিকে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভল্টের কপাট বন্ধ করার সুযোগ সে পায় না। কলেভিন ভল্টের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ইস্পাতের দেয়ালে পিঠ দিয়ে এলিস থরথরিয়ে কাঁপছে, ভয়ে আতঙ্কে গোঙাতে থাকে। 'না, আমাকে ছোঁবেন না,...না—' কলেভিন যখন অনায়াসে তার মোটা মোটা আঙুল দিয়ে এলিসের ঘর্মাক্ত নরম গলা টিপছে তখনো সেই অস্ফুট আর্তি 'না, আমাকে ছোঁবেন না....না....'

।। নয় ।।

ডেপুটি শেরিফ কেন ট্রেভারস প্রেমিক ইরিসের কথা ভাবতে ভাবতে রাস্তার অপরধারে ব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়েছিল। সন্ধ্যা সাতটা পাঁচ মিনিটে ব্যাঙ্কের আলোগুলি নিভিয়ে সেই উদ্ভট ওভারকোট ও টুপি পরিহিতা এলিস ক্রেগ এবং ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ডেভ কলেভিন অফিস থেকে বেরিয়ে এলো। ওরা বেরিয়ে আসা মানেই ট্রেভারস নিশ্চিন্ত। কিন্তু এলিসের চঞ্চল ভঙ্গিমা দেখে সে অবাক, ঠিক

দেখছে তো? নাকি দৃষ্টিভ্রম? এলিস যেন এক নেশাচুরের মতন এলোমেলা পা ফেলে কলেভিনের সাহায্যে কোনমতে গাড়িতে গিয়ে বসলো। হয়তো মিস ক্রেগ অসুস্থ। কেন ট্রেভারস সচেতন হতে গিয়েও কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ে। এলিস ক্রেগের মতন মেয়েরা এই পৃথিবীতে সর্বত্র উপেক্ষিতা, যদিও ওদের ভূমিকা নীরবে বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা সাধিত করে। জোকারদের দেখে যেমন তামাশাপ্রিয় জনতা জোকারদের বুকের ওপর কান পাততে ভুলে যায়, এলিসের মতন মেয়েদের কথাও কেউ ভুলেও ভাবে না।

শক্ত চোয়ালে কলেভিন গাড়িটাকে স্বাভাবিক গতিতে রেখে মিসেস লোরিংয়ের একখানা হাত বেশ জোরে মুচড়ে দেয়, 'শালা, মাথা যদি ঠিক না রাখো, মাথাটাই গুঁড়িয়ে দেবো। হোটেলে গিয়ে চুপচাপ ওপরে উঠে যাবে। ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করেছো কি একদম ফাঁসিয়ে দেবো। বুঝলে?'... কলেভিন কিছু অশ্রাব্য খিস্তি দেয় যেন আগুনের ফুলকির মতন।

এলিসের কোট ও টুপি পরা কিটি যখন হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে টলতে টলতে উঠছে, মেজর হার্ডি হলঘরে ঢুকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো। আবছা আলোয় কিটি লোরিং এখানেও এলিস ক্রেগ হয়ে গেল। যখন সে দৃষ্টিসীমার বাইরে, কলেভিন তখন মেজরকে শুনিয়ে শুনিয়ে হাঁকলো। 'ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকুন মিস ক্রেগ। আমি মিসেস লোরিংকে মাথা ধরার ওষুধ দিয়ে আসতে বলছি।'

মেজর হার্ডি বলল, 'এলিসের শরীর খারাপ বুঝি?'

কলেভিন মুচকি হাসে, 'বলছে, খুব মাথা ধরেছে। মেয়েদের ব্যাপার—কত রকমের যে অসুখ আছে ওদের।'

চিরকুমার হার্ডি হাসে, 'সত্যি। মেয়েদের অসুখের আর শেষ নেই।'

হাসি আর থামতে চায় না। যৌবন পদ্মপাতার জল, কবে যে টুপ্ করে খসে পড়ল, হার্ডি টেরও পায়নি। যুদ্ধ, যুদ্ধ আর যুদ্ধ। তারই মধ্যে কখনো ক্বচিৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে নারী। নারী—নিছক শরীরময় নারী, যার হৃদয়ের তল হার্ডি কখনো পায়নি। হাসির প্রভাবে মুখের বলিরেখা গভীর হয়। বলিরেখায় হাসি আর ঠিক হাসি থাকে না। শোকেরও ছোঁয়া লাগে।

ঘরে ঢুকে কিটি পোশাক এমন কি জুতো পর্যন্ত না খুলে বিছানায় বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে গোঙাতে থাকলো। সময় ও ভাগ্য আবার মস্তিষ্কের বিবিধ বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। কলেভিনের কাছে তাৎক্ষণিক কয়েক দফা চড়-চাপ্টা খাবার পরও নেশা কাটল না। হাতে পায়ে থেকে থেকে খিঁচ ধরছে, দু হাত খুঁজে বেড়ায় মদ—আরো মদ।...বাথরুম থেকে ঘামে-ভেজা হাত-মুখ ধুয়ে এ ঘরে কলেভিন ঢুকলো। কিটির অবস্থা দেখে রাগে-ঘৃণায় শরীর রি রি করে ওঠে। দাঁতে দাঁত ঘষে বুনো ষাঁড়ের ক্ষিপ্রতা নিয়ে মিসেস লোরিংয়ের ওপর চড়াও হলো। স্কার্ট তুলে ওর দুই গোলাপী দাবনা, যা কিনা চোখের আরাম হতে পারে, কলেভিনের হিংস্র নখের আক্রমণে চাকা চাকা দাগে ফুলে ওঠে। চুলের মুঠি ধরে কলেভিন তাকে মুখোমুখি দাঁড় করায়। পিঠের ওপর কয়েকটা কিল ঘুঁষি মারে, কোমরে লাথি কষায়। লোরিং ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে, 'আর মেরো না...আমি মরে যাবো।'

কলেভিন ক্রুদ্ধ স্বরে বললো, 'সম্বিৎ ফিরেছে? না ফিরলে বলো, দুটুকরো করে দিই মেরুদণ্ডটাকে।'

'আমি ঠিক আছি।'

'হুঁ, ঠিক থাকতেই হবে। আর পিছিয়ে আসার পথ নেই।...যা যা করতে হবে, সব মনে আছে?'

'আছে, আছে।'

'একদম গলা তুলবে না। এক ঘুঁষিতে দাঁত তুলে নেবো।...রাত একটার পর এলিসের পোশাকে ব্যাঙ্কের পেছনে, মনে আছে?'

'আছে, আছে।' দু চোখে অভাবনীয় ঘৃণা ও ক্রোধ। শঙ্খিনী সাপের মতন তার সর্বশরীরে বিষ। সে বিষের জ্বালায় জর্জরিত। আমি প্রতিশোধ কড়ায় গণ্ডায় নেব। কলেভিনকে আমি পাগল বানিয়ে ছাড়ব। ও আমায় যে যন্ত্রণা দিচ্ছে, যথাকালে আমি তার দ্বিগুণ দেব।

কলেভিন ব্যাঙ্কের পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকলো। বুকের মধ্যে তুবড়ি ফাটছে। এখানে এক অদ্ভুত ভৌতিক রাজত্ব, একটা লাশ পড়ে আছে। একটা লকারে তিনশ' হাজার ডলার রয়েছে। কলেভিন দক্ষ হাতে একটার পর একটা বাল্ব খুলে নিল। ভল্টের মধ্যের বাল্ব বাকি রইল। অন্তঃপর মেইন

সুইচ 'অন' করলো। আহ্—এ পর্যন্ত সব ঠিক ঠিক। ইলেকট্রনিক চোখটা ঘুমিয়ে পড়েছে। কলেভিন একাই টাকার বাক্সটা ভাঙলো। কড়কড়ে নোটগুলো এনে ভরলো আর একটা পুরনো বাক্সে। যেটা সে ঠেশিয়ে রাখলো ব্যাঙ্কের অব্যবহার্য বস্তুদের ভিড়ে। তারপর ক্রেগের লাশটাকে টানতে টানতে পেছনের দরজার কাছে এনে রাখলো। দানব কলেভিনের গলা শুকিয়ে কাঠ, হাঁপ ধরে গেছে। এখন শুধু প্রতীক্ষা—কিটি লোরিং কখন আসবে।

নিশুতি নিস্তব্ধ রাত হলেও কলেভিনের দু' কানে দ্রিমি দ্রিমি অদ্ভুত একটা বাজনা বেজে চলেছে। গহন আফ্রিকায় আদি মানবরা ঐ বাজনা বাজিয়ে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসে। বুকের রক্ত হিম হয় বিপদ ও মৃত্যুর আশঙ্কায়। একসময়ে কলেভিন গহন আফ্রিকাতেও ছিল। আবার দক্ষিণ আমেরিকার খরস্রোতা খালের মধ্য দিয়ে নৌকাও ছুটিয়েছে, খুন করেছে, মাতলামি করেছে, সারারাত বেশ্যাবাড়িতে থেকেছে, ধর্ষণও করেছে, কিন্তু সুখ পায়নি, নিশ্চিন্তি পায়নি কারণ সুখ ও নিশ্চয়তা দিতে পারে টাকা। টাকাকে কলেভিন কখনো ধরতে পারে নি। যদিও টাকাই হচ্ছে ঈশ্বরেব একমাত্র বিকল্প তার কাছে। সেই ঈশ্বরকে সে এখন বাক্সবন্দী করে রেখেছে। যথাকালে পকেটে পুরবে, বাধা কেবল ঐ একটা লাশ। জীবিত এলিসের সঙ্গে মৃত এলিসের কোন প্রভেদ খুঁজে পায় না কলেভিন। জীবিত অবস্থাতেও যেমন বরফ ছিল মৃত অবস্থাতেও তাই। কলেভিন পা দিয়ে এলিসের বাহুমূল স্পর্শ করে। শরীরটা এখনা শক্ত হয়নি। সে ওর গালে আঙুল বোলায়, ওর তলপেটে চাপ দেয়। ওর স্কার্টের তলায় হাত ঢুকিয়ে ডান স্তন ও বাম স্তন ধরতে থাকে। খুব একটা নরম নয়। যেমনটি হয়ে থাকে নিখাদ কুমারীদেব—প্রাণ ও চেতনা যদি থাকত, অস্ফুট শব্দ উত্থিত হত। ঠোঁটের রং কদাপি তার রক্তাভ নয়, ঈষৎ কালচে। এখন কিন্তু নীলাভ। কলেভিন ঠোঁটের ওপর তর্জনী রাখে, খানিকটা চটচটে শুকনো রক্ত লাগে। কলেভিন যে কী দুর্দান্ত ও ভয়াবহ, সে এলিসকে বিবস্ত্র করে। নিবিষ্ট তন্ময়তায় পরখ করে এলিসের যোনিদেশ এবং এক দীর্ঘশ্বাস ও আক্ষেপ উচ্চারণ, 'ইস্। এই বয়সেও এলিস ক্রেগ যথার্থ কুমারী ছিল—যা কিনা এদেশে ভাবাই যায় না। মৃত্যুব পূর্বে এলিস যদি ধর্ষিতা হত। ব্যাপারটা মানানসই হয়ে উঠত।'

।। দশ ।।

পঞ্চাশের ওপর বয়স হবে ডাউন সাইডের ফেডারেল এজেন্ট জেমস ইস্টনের, চেহারায় কুমড়োপটাশ, মাথায় মস্ত টাক। এখানে কাজকর্ম না থাকায় শরীরে থাক থাক চর্বি জমেছে, মানসিক উদ্বেগ বাড়লেই পেটের মধ্যে চিনচিনে ব্যথা—ডাক্তার বলেন আলসার, ইস্টনের আতঙ্ক—হয়তো ক্যানসার। অনেকদিন দৌড়-ঝাঁপ করে না। বন্দুক টন্দুক চালায় না। এ সব কাজের কথা মনে হলেই তার ভেতর অনিশ্চয়তাবোধ সংক্রামিত হতে থাকে। একফালি ঘর ও আধফালি বারান্দা নিয়ে তার অফিস, যেখানে গত দেড় বছর ধরে তৎপরতা তাব কেবল একটা ব্যাপারেই—অফিসের একমেবাদ্বিতীয়ম্ সহকর্মিনী মাভিস হার্টের সঙ্গে চুটিয়ে ফুর্তি ফার্তা করা। শরীর তার যখনই গরম হয়, মাভিস পোশাক-টোশাক খুলে এগিয়ে আসে তাকে ঠাণ্ডা করতে। ঝড় থেমে গেলে ঢক্ ঢক্ করে এক গেলাস দুধ খায় ইস্টন এবং মাভিস অবোধ্য ভাষায় কি সব বলে খিক্ খিক্ হাসে। মাভিস সুন্দরী নয়, সামনে পিছনে মাংস নেই বললেই চলে। তবে যুবতী, পঞ্চাশ বছরের এক প্রৌঢ়ের কাছে লোভনীয়। ইস্টনের বউ ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছে, সন্দেহ করেছে। ইস্টন যখনই ঘরে ফেরে, বউ-এর বাক্যবাণে একবারে অস্থির হয়ে ওঠে।

এহেন মেজর ইস্টন পদাধিকারে পিটস্‌ভিলের ব্যাঙ্ক ডাকাতির সুরাহায় কাজে নেমেছে। পেটে চিনচিনে ব্যথা, মহা অনিশ্চয়তাবোধ। কাজ দেখাতে না পারলে উপরতলার সাহেবরা এবার তার টাক ফাটাবেন।

শেরিফ টমসন বুঝলো, এই মোটা টেকোটাকে দিয়ে কিছুই হবে না, যদিও আইনানুযায়ী ব্যাঙ্ক ডাকাতি মোকাবিলা করাটা ফেডারেল এজেন্টেরই দায়িত্ব। কলেভিন মনে মনে হাসে—জেমস ইস্টনের মত গবেট লোক যদি ফেডারেলের এজেন্ট হয়, তাহলে ওরকম আরো দশ-পাঁচটা খুন নির্বিবাদে করা যেতে পারে। তবে ইস্টন একটু অলস ও ভীরু হলেও বোকা নয়। সে তদন্তে নামলো ডেপুটি শেরিফ কেন ট্রেভারসকে সঙ্গে নিয়ে।

ইস্টন সরকারী গাড়িতে উঠে ট্রেভারসকে বললো, 'মিস এলিস ক্রেগ আর তার বয়ফ্রেন্ডকে পাকড়াতে পারলেই চুরি যাওয়া টাকার বেশির ভাগটা উদ্ধার করা সম্ভব হবে। তিনশ' হাজার ডলার খরচ করাটা চাট্টিখানি কথা নয়।' ট্রেভারসের কপালে ভাঁজ, 'আমার কিন্তু স্যার সন্দেহ হচ্ছে।'

'কিসের সন্দেহ?'

'আমি এলিসকে গত কয়েক বছর দেখেছি। ওরকম মুখচোরা, লাজুক, কাজে একাগ্র মেয়ের পক্ষে ব্যাঙ্ক ডাকাতি দূরের কথা, বয়ফ্রেন্ড যোগাড় করাটাও যেন অবাস্তব।'

'তা বললে তো হবে না। শেরিফ আমাকে বলেছেন, এই শহরতলির অন্তত চারজন লোক তাকে তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখেছেন। এই চারজন হলেন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মিঃ কলেভিন। হোটেলের মালকিনী কিটি লোরিং, অবসর প্রাপ্ত মেজর হার্ডি এবং বৃদ্ধা মিস পীয়ারসন। এদের বক্তব্যকে তো উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'আসলে তোমার বয়স কম, মানুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতাও কম। আমরা বয়সের সঙ্গে দেখেছিও অনেক। যে সব পুরুষ বা মহিলাকে আপাত খুব নিরীহ, যৌনবোধশূন্য, অফিসসর্বস্ব, অসামাজিক বলে মনে হচ্ছে, তাদেরই কারুর কারুর বুকে লুকিয়ে থাকে নানা ধরনের লোভ, কামনা, বাসনা। ক্রেগ ঐ ধরনেরই একজন। ব্যাঙ্কে কাজ করতে করতে সে ধনী হবার স্বপ্ন দেখেছে, নানা রকম পরিকল্পনা করেছে। পরে জনী একার্সের মতন এক ডাকাবুকো ছোকরাকে দোসর পেয়ে কাজটাও হাসিল করে চম্পট দিয়েছে।'

ট্রেভারস মাথা নাড়ে, 'তা হবে,' কিন্তু মন থেকে কিছুতেই সায় দিতে পারে না।

পুলিশের চাকুরিতে আজকাল লোভী ও গোঁয়ার লোকের যতটা সমারোহ ঘটছে, বুদ্ধিমান লোকের ততটা নয়। অপরাধ ও সন্ত্রাসের জগতে যে পরিমাণ অগ্রগতি দেখা গেছে, পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের চাতুর্য তদনুযায়ী হচ্ছে না। এই অবক্ষয়টা এখন প্রায় সর্বত্র। ইস্টনকে আদৌ বুদ্ধিদীপ্ত মনে হচ্ছে না। কেমন যেন একটা পূর্ব নির্ধারিত ধারণার বশবর্তী হয়েই সে কাজে নেমেছে। তবে এই ধরণের লোক সাহসী হয়ে থাকে। যদি চোখের সামনে তাদের একটা 'খুড়োর কল' লাগিয়ে রাখা হয়, তবে সর্বশক্তি নিয়ে সে ছুটবে আর ছুটবে।

দুজনে জিজ্ঞাসাবাদ করতে কিটি লোরিংয়ের কাছে গেল। কিটির অবস্থা দেখে ট্রেভারসের খুব খারাপ লাগে—মিসেস লোরিং মদ খেয়েছে অথচ মদ ওর কাছে বিষের চেয়েও হানিকর। ইস্টন কিন্তু কিটিকে দেখে একেবারে মোহিত,—সত্যিকারের রূপবতী, যৌবনবতী বলতে যা বোঝায়। ভরাট বুক, মাংসল পশ্চাৎদেশ, সরু কোমর, পা থেকে থাই অব্দি নির্লোম গোলাপী মুক্তাঙ্গন ..ইস্টন যেন দুচোখে ওকে চাটছে। ওর কাছে মাভিস তো নেহাৎ পেত্নী। কিটির কথার দিকে তেমন মন না দিয়ে সে ওর শরীর নিয়েই নানারকম কল্পনা করে।

ইস্টন—'আপনি এলিসকে তার প্রেমিকের সঙ্গে দেখেছেন?'

কিটি—'একাধিকবার।'

ইস্টন—'কোথায়? কোন প্রেক্ষাগৃহে?'

কিটি—'না। এই হোটেলের লনে।'

ইস্টন—'লোকটার একটা বর্ণনা দেবেন?'

কিটি—'লম্বা চওড়া লোক। গালে একটা জড়ুল, মোটা কালো গোঁফ, মাথায় কপাল ঢাকা টুপি।'

ইস্টন—'গাড়িটার একটা বর্ণনা দিন না।'

কিটি—'যদ্দুর মনে পড়ছে, গাড়িটার মাথার দিকটা লাল বাকী অংশ বাদামী।'

ইস্টন—'ধন্যবাদ। দরকার হলে আবার আসবো। আমি কি একবার পলাতকার ঘরটা দেখতে পারি?'

কিটি—'আলবাৎ। আসুন আমার সঙ্গে।'

তাদের এলিসের ঘরে নিয়ে যায় কিটি। তারপর নীচে রান্নাঘরে চলে গেল।

ইস্টন চকচকে চোখে কিটির যাওয়াটা দেখে বলেই ফেলে, 'আঃ! কী একখানা মাল মাইরি।'

গম্ভীর গলায় ট্রেভারর্স বলে, 'উনি আমার ভাবী শাশুড়ি।'

'তাই নাকি? ইস, আগে বলতে হয়'—সে চটপট এলিসের ঘরে তল্লাশি শুরু করে। এই একটা কাজে সে কিন্তু সত্যিই দক্ষ। তার খেয়াল হয়, পালাবার আগে এলিস তার যাবতীয় বাক্স প্যাঁটরা সঙ্গে নিয়ে গেছে। এখানে ওখানে হাতাতে হাতাতে ব্যস্ত ইস্টন হঠাৎ বুঝি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ পেয়ে গেল। সে খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে—একটি চিঠি! টাইপ করা। নিচের কালিতে জড়ানো স্বাক্ষর—

প্রিয়া,

আজ রাত দেড়টার মধ্যে আমরা তাহলে উড়ান দিচ্ছি। ব্যাঙ্কের পেছনের দরজাটা খুলে রাখবার সময় তোমার ম্যানেজারের নজর সম্পর্কে সতর্ক থেকো। তবে মনে হয়, সকলের কাছে তুমি খুব বিশ্বাসী হওয়ায় কাজটা তোমার পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না। সর্বাঙ্গে আমার অজস্র চুম্বন নিও।

ইতি—

তোমার জনী।

ইস্টনের হৃদপিণ্ড সাফল্যের গৌরবে লাফিয়ে উঠল, ট্রেভারসও চিঠিটা পড়লো। ইস্টন তাকে বললো, 'বুঝলে হে, এই হচ্ছে মানুষের চরিত্র। জীবনে কত দেখলাম।'

বিশ্বাসের ভিত আলগা হয়ে গেছে ট্রেভারসের, 'সত্যি মানুষ চেনা সবচেয়ে কঠিন কাজ। মিস এলিসের মতন মেয়ে...।'

মেজর হার্ডি এবং মিস পীয়ারসন ঐ একই অভিমতের শরিক—এলিসের মতন মেয়ে ভাগ্যক্রমে হয়তো একজন বয়ফ্রেন্ড যোগাড় করতে পারে, কিন্তু ব্যাঙ্ক ডাকাতি নৈব নৈব-চ।

ইস্টন তাদের বললো, 'সে আপনাদের বিশ্বাস মর্যাদা রাখতে পারেনি। এই চিঠিটাই তার প্রমাণ।'

অবশ্য ঐ চিঠিটাকে মেজর হার্ডি পাত্তা দিতে রাজি নয়। 'আরে রাখুন মশাই চিঠি-ফিঠি, কেউ তো শয়তানি করে ওটা ঐ ঘরে রেখেও যেতে পারে।'

ট্রেভারসের চমক লাগে হার্ডির কথায়। বুড়োর কথায় যুক্তি আছে। এলিস হয়তো কোন জটিল ও প্রখর চক্রান্তের শিকার। তার কানে এলো, মেজর বলছে, 'মেয়েটাকে নির্ঘাৎ কিডন্যাপ করা হয়েছে। ওকে খুঁজে বের করুন, সব রহস্য ফাঁস হবে।'

ফেডারেলের বড়কর্তার ফোন এলো ইস্টনের নামে—ডাউন সাইড স্টেশানে যাবার পথে ক্যালটের পেট্রল পাম্পের এক কর্মচারী নাকি ঐ দিন মাঝরাতে এলিস ও তার বয়ফ্রেন্ডের দেখা পেয়েছিল। তারা গাড়িতে তেল ভরতে এসেছিল শেষ রাতের সানফ্রান্সিসকোগামী ট্রেন ধরবার পথে। তখনই সেই পেট্রল পাম্পের উদ্দেশ্যে ইস্টন ট্রেভারসকে নিয়ে ছুটলো। ছোকরা কর্মচারী গলায় উত্তেজনা নিয়ে এলিস ও তার বয়ফ্রেন্ডের বর্ণনা দিলো। এলিসের গায়ে সেই বেঢপ কোট ও মাথায় বিচিত্র টুপি। তার বয়ফ্রেন্ডের গালে মস্ত জড়ুল এবং মোটা গোঁফ। ওরা নিজেদের মধ্যে সানফ্রান্সিসকোগামী ট্রেন ধরা নিয়ে আলোচনা করছিল। ইস্টনের প্রত্যয় দৃঢ়তর। ট্রেভারস কিন্তু তখনো বলছে, 'একটা কথা ভেবে দেখুন স্যার, যারা টাকা নিয়ে পালিয়েছে তারা নিজেদের কেন এভাবে জাহির করবে? এলিসের বয়ফ্রেন্ড যেন নিজেকে চিনিয়ে দিতে তাদের গন্তব্যস্থানের হদিশ দিতে কত উদগ্রীব। গালে জড়ুল, ঝাঁকা গোঁফ—এসব ছদ্মবেশ নয়তো? আর তা ছাড়া এই ছোট জায়গায় মাত্র চারজন লোক তাদের একসঙ্গে দেখতে পেয়েছে। আমি সন্ধান নিয়ে দেখেছি, ঐ রকম চেহারার ঐ নামের কোন লোক পিটস্‌ভিলে থাকে না। অথচ, সে টাইপ করা চিঠি পৌঁছে দিল। তার মানে সে এখানে টাপইরাইটার সমেত থাকে। আর চিঠির চেয়ে টেলিফোনটা কি অনেক বেশি নিরাপদ নয়?' ইস্টন প্রায় ফুঁসে উঠলো, 'সব মানুষের অভ্যেস কি এক রকমের হয়? অনেকে আছে, যারা দিনের মধ্যে পঁচিশবার বউকেই ফোন করে। আবার অনেকে আছে, টেলিফোনে বিন্দুবিসর্গ জানাবে না, কলম বা টাইপরাইটার নিয়ে বসবে। আর টাইপরাইটারের কথা বলছো? আজকাল তো অনেকে পকেট টাইপ রাইটার নিয়েই ঘোরাঘুরি করে থাকে।' ওপরওয়ালার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করবার পর ইস্টনের গর্ব ও উল্লাস আরো বৃদ্ধি পায়—বস তার তদন্ত করবার ধারাটিকে যথার্থ বলেছেন। নির্দেশ দিয়েছেন, একবার স্টেশনে গিয়ে যাচাই করে দেখতে সত্যি ঐদিন শেষ রাতের সানফ্রান্সিসকোগামী ট্রেনে চেপে ঐ রকম একজোড়া কেউ রওনা দিয়েছিল

কিনা। ইতিমধ্যে এলিস ও তার দোসরের বর্ণনা রেডিও ও দূরদর্শন দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের বিবরণ ছোট ছোট পর্দাতে প্রতিফলিত হবে।

কয়েক ইঞ্চি প্রসারিত ইস্টনের বুক। আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। দৈবের আশীর্বাদ তথা যদি সুযোগ আসে, আমিও ফেডারেলের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারি। আর সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা মানে চমকপ্রদ নারীসঙ্গের সুযোগ লাভ। যেমন ঐ কিটি। বাহ্! কে বলবে ঐ রমনী এক যুবতীর জননী। ইস্টন শিস দিয়ে ওঠে।

ইস্টন রেলস্টেশনে পৌঁছে প্রথম ধাক্কা খেল। না, সেদিন ডাউন সাইড স্টেশান থেকে শেষরাত্রের ট্রেনে কোন যাত্রীই এখান থেকে ওঠেনি সানফ্রান্সিসকোগামী ট্রেনে। অর্থাৎ এলিস ও তার বয়ফ্রেন্ড রেলপথে যায়নি। এমনও হতে পারে, তারা এখনো পালায় নি। কোন এক গোপন স্থানে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে। অথবা ১৯৫৯ মডেলের নির্জন গাড়িতে চেপেই তারা পাড়ি দিয়েছে। 'পিটস্‌ভিলের প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে আমরা এবার তল্লাশি চালাবো', ইস্টন বললো। ট্রেভারস কোন মন্তব্য করে না।

।। এগার ।।

কলেভিনকে সকাল থেকে সব্যসাচী হয়ে কাজ সারতে হচ্ছে। কাজের ভারে নুয়ে পড়বার যোগাড়। তার ওপর কাস্টমারদের কেবল একই জিজ্ঞাসা—ব্যাঙ্ক ডাকাতি সম্পর্কে। বিজনেস আওয়ার শেষ হতে কলেভিন খানিকটা ফুরসৎ পায়। আপন মুদ্রাদোষ অনুসারে সে ইতিমধ্যে অন্তত পঞ্চাশবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ তুলেছে। এখন নিজের হাতে ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করে চেম্বারে ঢুকে স্যান্ডউইচে কামড় লাগায়। এভাবে ব্রাঞ্চ চালানো সম্ভব নয়। একবার হেড অফিসে ফোন করেছিল। রিজিওন্যাল ম্যানেজার এই মুহূর্তে তার কোন স্থায়ী কর্মীকে পিটস্‌ভিলে পাঠাতে পারছেন না। পবিবর্তে নির্দেশ দিলেন, কলেভিন যেন স্থানীয় কোন শিক্ষিত যুবককে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করে। সে যদি উপযুক্ত হয়, ব্যাঙ্ক পরে তাকে ঐ পদে স্থায়ীও করতে পারে। আরো জানা গেল, ঐরকম দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর যে কোন মুহূর্তে ব্যাঙ্কের অডিটর দলবল নিয়ে পিটস্‌ভিল ব্রাঞ্চে গিয়ে হাজির হতে পারেন—ডেভ কলেভিন যেন এর জন্য প্রস্তুত থাকে।

কলেভিন অনেক পরিশ্রম সত্ত্বেও তার সাফল্যের ঘোরে যেন বুঁদ হয়ে আছে। সব যেন আঙ্কিক নিয়মে চলছে। ঐ তো একটা পুরনো বাক্সের মধ্যে তিন হাজার ডলার ঘুমিয়ে আছে। কলেভিন ঐ দিকে তাকিয়ে নিজের মধ্যে বিপুল প্রতিরোধ শক্তি অনুভব করে।

হবে, হবে.....সব হবে। সব কিছুই তার হাতের মুঠোয় এসে যাবে। ঈশ্বর এসে তার পকেটে বসবেন। এই উপমহাদেশে যত রকমের মজা ও উত্তেজনা আছে, কলেভিন তা উপভোগ করবে। প্রকাণ্ড গাড়ি নিয়ে যখন এক নাইট ক্লাব থেকে আরেক নাইট ক্লাবে ছুটে যাবে, যখন রাজকীয় ভঙ্গিমায় এক জুয়ার আসর থেকে অন্য জুয়ার আসরে যাবে, যখন সপরিষদ গিয়ে দাঁড়াবে শেয়ার মার্কেটে, চোখে দূরবীন লাগিয়ে রেসের মাঠে বসবে, সেরা সুন্দরীরা, হলিউডের অনন্যা উর্বশীরাও কটাক্ষে তাকে বিদ্ধ করবার চেষ্টা করবে। ডলারে কি না হয়, অ্যাঁ? ডলার কেবল সুখ ও আনন্দ দেয় না, প্রৌঢ়কে যুবক করে তোলে। কলেভিন বহুকাল একটি সমর্থ যুবক হয়ে থাকবে। কেবল এই দমবন্ধ মুহূর্তগুলোকে পার করা। ব্যাস।..

কলেভিন কিছুক্ষণ বাদে ফোন করে ইরিসকে ব্যাঙ্কে ডেকে আনলো। সে ইরিসের দিকে তাকিয়ে পুলক অনুভব করে—মা ও মেয়ের মধ্যে কত পার্থক্য।

কলেভিন—'ইস্, সাবাটা দিন আমার ওপব দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেল। একার পক্ষে এত সামলানো সম্ভব? আজকালের মধ্যেই আবার অডিটর সাহেব এসে যাবেন। কাজের বহর তো আছেই, আপ্যায়নের ঝামেলাও কি কম।'

ইরিস—'সত্যি, কি বিরাট দুর্ঘটনা ঘটে গেল। বিপর্যয়ও বলা যায়। এলিসের মতন মেয়ে—সত্যি ভাবাও যায় না। কেনও বলছিল।'

কলেভিন—'কি বলছিল?'

ইরিস—'বলছিল মিস ক্রেগের পক্ষে টাকা সরানো সম্ভবই নয়। নিশ্চয় কেউ ওকে জোর

করে দুষ্কর্মটা করিয়ে ওকে কিডন্যাপ করেছে।'

কলেভিন শক্ত হয়ে ওঠে। প্রকাশ্যে বলে, 'তা হতে পারে। কেনের কথায় যুক্তি আছে।' ইরিস—'আমাকে ডেকেছেন কেন?'

কলেভিন—'তুমি এই ব্যাঙ্কে চাকরি করবে?'

ইরিস—'আমি!'

কলেভিন—'হুঁ, তুমি। মাইনে খারাপ নয়, সপ্তাহে পঁচাত্তর ডলার। সিনেমা হলের কাজটা ছেড়ে দাও। আমি চাই, আমার ভাবীকন্যা আমার সঙ্গে কাজ করুক। আমি ঠিক তৈরি করে নেবো।'

ইরিস সম্মতি জানিয়ে সানন্দে ফেরে।

কলেভিন আবার ফোনের বোতাম টেপে। এবার মিস ক্লের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'কে, ম্যানেজার সাহেব বলছেন?'

'ঠিক। একবার মিসেস লোরিংকে ডেকে দেবে?'

'তিনি তো ঘরে খিল তুলে শুয়ে আছেন। বললেন, শরীর খারাপ, কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে।'

'ঠিক আছে। ডাকতে হবে না।'

কলেভিন লাইন কেটে দেয়। আবার তার খুনীর মেজাজ চড়ছে। হাত পা ঘামছে, দাঁতে দাঁত ঘষে, কিছুতেই ওকে মদ থেকে সরানো যাচ্ছে না।

ধক্ করে ওঠে বুকের মধ্যে—পুলিশের কাছে কখন যে কি ফাঁস করে দেবে।

কিটি লোরিংকে মরতেই হবে।

কিটিই একমাত্র প্রাণী, যে তার পথের কাঁটা। এমন কাঁটা, যার প্রয়োজনীয়তা আছে অথচ বিপজ্জনক।

কিটিকে কিভাবে নিকেশ করা যায়?

খুনের হরেক ছক কলেভিনের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। সে দাঁতে দাঁত ঘষে। তার চোখে রক্ত ঠেলে আসে। হাতের পাতা ঘামতে থাকে। দুনিয়ার পেশাদার খুনীরা যেমন অবিচলিত থাকে কলেভিন তা পারছে না। অনেক কষ্টে সে নিজের হিংস্র উত্তেজনাকে বাগে আনে।

।। বারো ।।

বাহাদুরি খুব রেডিও ও দূরদর্শনের। সাড়া পাওয়া গেল ঠিক উৎস থেকে। যে লোকটা এলিস ক্রেগের তথাকথিত বয়ফ্রেন্ডের কাছে সেকেন্ড হ্যান্ড লিংকন গাড়িটা বিক্রি করেছিল, সে-ই টেলিফোনে ইস্টনের সঙ্গে যোগাযোগ করলো। ইস্টন ট্রেভারসকে নিয়ে তার গ্যারেজে হাজির হলো। ক্রেতার বর্ণনা যথারীতি একই রকম—লম্বায় চওড়ায় দশাসই, ঝাঁকড়া গোঁফ, ডান গালে জড়ুল। গাড়ি বিক্রেতা আরো একটি তথ্য যোগান দিলো—সেই ক্রেতার নাকি একটি মুদ্রাদোষ আছে নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ তোলে। ইস্টন তেমন না না করলেও ট্রেভারসের হৃদস্পন্দন কিন্তু বৃদ্ধি পায়। মুদ্রা দোষ, নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ তোলা। মানুষ ছদ্মবেশের আড়ালে অনেক কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারে। পারে না নিজের মুদ্রা দোষ।

গাড়ির বর্ণনা ও নম্বর মাথায় গেঁথে ইস্টন ও ট্রেভারস বের হলো, যদি কোথাও গাড়িটাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় আবিস্কার করা যায়।

ট্রেভারস বললো, 'গাড়ি যদি ওরা ফেলে রেখে যায়, তবে তা থাকবে কোন বড় সড় পার্কিং গ্রাউন্ডে।'

তারা পিটস্‌ভিল থেকে ডাউন সাইড যাবার পথে প্রতিটি পার্কিং গ্রাউন্ডে খুঁজতে থাকে। তারা যখন স্টেশানের দিক চলেছে ট্রেভারসের নজরে একটা অতিকায় পার্কিং গ্রাউন্ড পড়লো। সে অধীর গলায় চিৎকার করল, 'গাড়ি থামান। ঐ দেখুন স্যার, একটা লিংকন গাড়ি পার্ক করা। কয়েকটা গাড়ির মধ্যে সেঁধিয়ে আছে। শরীরটা বাদামী, মাথাটা লাল।' দুজনেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামে 'হুঁ, সেই বস্তুটাই। কোন সন্দেহ নেই। তখনই স্থানীয় থানায় খবর পাঠানো হলো। দারোগা গাড়ির মিস্ত্রী নিয়ে এলেন। ইস্টন মরীয়া হয়ে পরীক্ষা করতে লাগল, বলা যায় না, হয়তো তিন শ' হাজার

ডলার সমেত ব্যাগও আবিস্কৃত হতে পারে। ট্রেভারসের কেবল মনে হচ্ছে—একটা অশ্রুসজল বিয়োগান্ত নাটকের আধার এই গাড়িটা। তারপর যখন মিস্ত্রীকে দিয়ে পিছনের ডালাটা তোলা হলো সকলের বুকে দামামা বেজে উঠলো। কুমারী এলিস ক্রেগের দুর্গন্ধময় লাশ রয়েছে।

ট্রেভারর্স প্রস্তরবৎ। সে স্থির দৃষ্টিতে গলিত শবের দিকে চেয়ে আছে। অঙ্কটা মিলে যাচ্ছে। সিঁড়িভাঙ্গা অঙ্ক। কিন্তু অঙ্ক তো কেবল মিলনেই চলবে না, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে।

কী দুর্গন্ধ! এই হল মানুষের দেহ। এরজন্য এতো সাধ্য ও সাধনা। ট্রেভারসের বুক ক্ষণিকের জন্য হু হু করে ওঠে।

তারপর সে শপথ নেয়,—

আসল আসামীকে সে নিজের হাতেই শাস্তি দেবে।

।। তেরো ।।

মদে চুর, এলো চুল, কিন্তু নেতিয়ে নেই, বরং বেশ স্পর্ধিত কোমর ও বুক। কিটি লোরিং আকস্মিক অভাবিত গলায় দপ্ করে জ্বলে উঠলো কলেভিনের প্রস্তাব শুনে। 'খবর্দার। ইরিসকে যদি তোমার ঐ ব্যাঙ্কের খোঁয়াড়ে ঢোকাও আমি কুরুক্ষেত্র করে ছাড়বো।'

কলেভিন নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে হেসে বলে, 'তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না ডার্লিং। ইরিসের কাছ থেকে কেন ট্রেভারর্স, মানে পুলিসের কার্যধারা ও অভিমতের প্রাত্যাহিক বিবরণ পাবো।'

কিটির মুখে বিদ্বেষ বিচ্ছুরিত হয়, 'থাক। ওসব কথায় আমাকে ভেজাতে পারবে না। তোমার মতন খুনে, লম্পট, মেয়ে পটাতে ওস্তাদ ইরিসকে যে কোন দিকে নিয়ে যেতে পারে, তা আমি ভালোই বুঝি।'

কলেভিন জিভ বের করে, 'ছিঃ ছিঃ, আমাকে অতটা নীচ মনে করো না। ইরিস আমার ভাবীকন্যা এবং তুমি আমার মহার্ঘ প্রণয়িনী।'

ঘৃণা ভরে কিটি বললো, 'ওসব মিষ্টিকথা আমার কাছে এখন মূল্যহীন। ইরিসকে ব্যাঙ্কে ঢোকাবার পরিকল্পনা ত্যাগ করো। ইরিস যেমন আছে তেমনি থাকবে। তোমার মতন শয়তানের সাহায্যে ওর ভাগ্যোদয়ের দরকার নেই।'

কলেভিন ক্রোধে নিজের ঘরে ফিরল। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করলো কিটি। কলেভিন আবদ্ধ হিংস্র জানোয়ারের মতন ঘরময় পায়চারী করতে থাকে। আর অপেক্ষা নয়—আজই ঐ সর্বনাশীকে খতম করতে হবে। ও যখন বাথরুমে ঢুকবে, স্নানে ব্যাপৃত হবে...দরজার নাটবল্টু তো আলগা করাই আছে। অস্ত্র? পৌণঃপুনিক ব্যবহারেও যে আয়ুধ বিশ্বস্ত, সরল ও নিরাপদ তা তৈরির কায়দা আমার জানা।...একটা বড় মোজার মধ্যে পাঁচটা গলফ বল ঢোকালো কলেভিন। সেটা হাতে নিয়ে কয়েক পাক ঘোরালো। বেশ ভারী এবং মোক্ষম।...কলেভিনের কপাল ঘামছে। আজ অব্দি স্বার্থহীন ভাবে সে কিছু করেনি।..কারুর মুখে উচ্চারিত হবে না, কিটি লোরিং খুন হয়েছে। সবাই জানবে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনাটা এমন সময়ে ঘটেছে যখন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার গ্যারেজে তাঁর গাড়ি সারাচ্ছেন। খুনই যখন নয়, তখন তল-কূল আর কে খুঁজতে যাবে?...একটা শর্টস্ ও স্পোর্টস গেঞ্জি গায়ে দিয়ে কলেভিন নীচে নেমে গেল হলঘরে। দূরদর্শন দর্শকের সংখ্যা মাত্র দুই। মেজর হার্ডি ও মিস পীয়ারসন, মারদাঙ্গা থ্রিলার ও সেক্সপ্রধান প্রেমে জমাট বেঁধে আছে। এই মুহূর্তে ভিলেন অর্ধনগ্নিকা নায়িকার দিকে তাকিয়ে। নিছক ভদ্রতার খাতিরে হার্ডি কলেভিনকে জিজ্ঞাসা করলো,—

'চললেন কোথায়?'

'গ্যারেজে গাড়ির পরিচর্যায়।...একদম সময় পাই না।'

অতএব কলেভিন গ্যারেজে ঢুকলো। আর কোন বাধাই দুর্লঙ্ঘ্য মনে হচ্ছে না। শরীরে ধুলো কালি লাগিয়ে গাড়ির কিছু কল কব্জা সে খুলে রাখলো। কিছুক্ষণ গ্যারেজে কাটিয়ে হোটেলের পিছনে এসে দাঁড়ালো। তারপর সে অনায়াসে একটার পর একটা জানালার সানসেট ধরে ধরে তিনতলায় নিজের ঘরে পৌঁছে গেল।

'বলো।'

'মিঃ ইস্টনের এটা কোন দুর্যুক্তি নয় যে, খুনী পিটস্‌ভিল বা ডাউন সাইডেই রয়ে গেছে। তবে আমার সংযোজন এই যে, লোকটার বিশেষ গোঁফ ও নকল জড়ুল ছদ্মবেশ মাত্র।' কলেভিনের বুকের মধ্যে যেন বিস্ফোরণ ঘটে।

মিঃ মার্থীর ভ্রূকুটিল, 'তোমার অমন সিদ্ধান্তের হেতু?'

'হেতু হলো' এলিসের ঘরে রেখে যাওয়া টাইপ করা চিঠিখানা। ঐ চিঠিটা একটা বড় স্ট্যান্ডার্ড রেমিংটন টাইপরাইটারের দ্বারা টাইপ করা। যে মেশিনের ভি এবং টি এই অক্ষর দুটি ভাঙা। কোন মানুষ অতবড় মেশিন নিয়ে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, আমরা জেনেছি খুনী তার গাড়িখানা স্থানীয় এক গাড়ি বিক্রেতার কাছ থেকে খরিদ করে। সে যদি বাইরের লোকই হবে, তাহলে নিশ্চয় এখানে গাড়ি কিনত না। তৃতীয়তঃ, মাত্র পাঁচজন লোককে বাদ দিলে তার ঐ গোঁফ ও জড়ুল মার্কা মুখ এই এলাকার আর কেউ দেখেনি। অথচ এই ছোট শহরে মানুষ মানুষের সান্নিধ্য সহজেই উপভোগ করে, আর নতুন কেউ এলেই তার সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। আমার তাই দৃঢ় বিশ্বাস এলিসের প্রতারক প্রেমিক এই শহরেরই কেউ, হয়তো দোর্দণ্ড প্রতাপে বিরাজমান কেউ, লম্বা চওড়া তাগড়াই চেহারা, গোঁফ আর জড়ুল লাগিয়ে দিব্যি ভাঁওতা দিতে পেরেছে মিসেস লোরিং, মেজর হার্ডি, মিস পীয়ারসন, পেট্রল পাম্পের কর্মচারী এবং ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মিঃ কলেভিনকে। আমাদের এবার খুঁজে বের করতে হবে এই শহরতলীতে যে কটা স্ট্যান্ডার্ড রেমিংটন টাইপ রাইটার আছে তার মধ্যে কোনটার দুটো নির্দিষ্ট অক্ষর অক্ষত নয়। একটা নিরেট টাইপরাইটারকে খুঁজতে খুঁজতেই আমরা আসল খুনীকে দেখতে পাবো।'

দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে মিঃ মার্থীর, 'চমৎকার বিশ্লেষণ। এবার আমি একটি দারুণ উদ্দীপক সংবাদ পেশ করছি। ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছেন যে, যে লোক এই ব্যাঙ্ক ডাকাত ও এলিসের খুনীর সন্ধান দিতে পারবে ব্যাঙ্ক তাকে নগদ ষাট হাজার ডলার পুরস্কার দেবে।'

'ষাট হাজার ডলার।'

চিবুক উর্ধ্বে তুলে মিঃ মার্থী ঘোষণা করে।

ট্রেভারস ও ইস্টনের সবিস্ময় উচ্চারণ ধ্বনিত হয়, 'ষাট হাজার ডলার!' ট্রেভারসের ভাবনার গতি স্তব্ধ থাকে না, এটাই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুযোগ। ষাট হাজার ডলার পেলে সে পুলিশের চাকুরী ছেড়ে দেবে; ব্যবসা করবে, সে দ্রুত ধনী হবে। তখন মিসেস কিটি লোরিং আর তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে অরাজি হবে না;

ইস্টনের মস্তিষ্কের রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে হয়তো ঐ ষাট হাজার ডলার পেতে চলেছে। পেলেই চাকুরি থেকে অবসর নেবে আর মুখরা বউকে তালাক দেবে এবং একটি ডবকা যুবতীকে রয়ে বসে উপভোগ করবে।

একটু ডান দিকে হেলে ট্রেভারস দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে খেয়াল করে। সে ডেভ কলেভিনের পাশে বসে আছে এবং পর পর দুবার নাকের ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনতে পেল।

একটা সাধারণ শব্দ যদিও মুদ্রাদোষজনিত এবং স্নায়ুর প্রভাবে যা ধ্বনিত--ট্রেভারসের মনে হল---এ যেন তুষার ময় কোন পর্বতমালার মধ্যে হঠাৎই ইয়েতিকে আবিষ্কার করার মতন ঐতিহাসিক ঘটনা। এই শব্দের সঙ্গেই যেন হাজার হাজার ডলারের ঝঙ্কার জড়িয়ে আছে। খুন, গলিত শব, উন্নতি অবনতি, অপ্রতিরোধ্য উচ্চাকাঙ্খা, ইস্টন ও ট্রেভারসের মধ্যে অদৃশ্য প্রতিযোগিতা, ট্রেভারসের ভবিষ্যৎ, অনিবার্য সুখ---পরপর মনের মধ্যে ছায়া ফেলে গেল।

।। পনেরো ।।

এই সান্ধ্য শহরটিকে বিশদভাবে ম্লান করিয়ে দিলো শন শন্ ভোঁ ভোঁ বাতাসের সঙ্গে ঝলক ঝলক বৃষ্টি। রাস্তার আলোগুলো ঝাপসা কোথাও কালিময়। এ হেন অসময়ে ইরিস সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে পথে বিব্রত হয়ে এদিক ওদিক তাকায়, মাথার ওপরকার আকাশ আজ তার আশ্রয় নয় চুল ভিজছে, গাল ভিজছে, উদ্ভিন্ন বুক ভিজছে- একে সিক্ত করতেই বুঝি প্রকৃতির এমন উন্মাদনা।

একটা গাড়ি হঠাৎ তার পাশে এসে থামলো। কপাট খুলে ট্রেভারস মুখ বের করে, 'বৃষ্টিতে ভিজলে বিছানা নেবে, শিগগীর ভেতরে এসো।'

ইরিস তার ভেজা পোশাক সমেত গাড়িতে ঢুকলো, ট্রেভারসের পাশে। শীতের প্রভাব কমাতে ঠোঁট দিয়ে ইরিসের শিস বেরিয়ে আসে, বৃষ্টির নর্তন এখন কম মনে হয় তার।

রাস্তা জনহীন, গাড়িটা ডেডস্টপ। ট্রেভারস ইরিসকে জড়িয়ে ধরে, ইরিসও তাকে। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট, হাত কখনো ইরিসের পিঠের ওপর, কখনো কোমরে, গাড়ির মধ্যে রেডিওতে নীচু পর্দায় বিলি হলিডে চলছে। কিছুক্ষণ চুম্বনাবদ্ধ থাকবার পর ট্রেভারস বললো, 'আমি তোমাকে ভীষণভাবে খুঁজছিলাম। কোনরকমে অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছি।'

দু'চোখে ইরিসের কৌতুক—'কি ব্যাপার? কিসের জন্য এত ব্যস্ততা?'

ট্রেভারস গাড়িটা চালিয়ে নির্জন স্থানে এনে বললো, 'আমার মানে আমাদের—ভাগ্য এবার খুলে যাচ্ছে ডার্লিং। পয়সার জন্য আমাদের আর কোন লোককে রেয়াৎ করতে হবে না।'

ট্রেভারসের তপ্ত সাহচর্য উপভোগ করতে করতে ইরিস জিজ্ঞেস করে, 'কি রকম?'

'আমি ষাট হাজার ডলার পেতে চলেছি।'

'তুমিও একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করবে নাকি?'

'না, একদম বাজে কথা বলছি না। তবে একথা একমাত্র তোমাকেই বলা যায়, তৃতীয় কারুর কানে গেলেই সব ভেস্তে যাবে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন, যে লোক খুনে ডাকাতটার ঠিক হদিশ দিতে পারবে তাকে ষাট হাজার ডলার দেবে। বুঝলে ডার্লিং ষাট হাজার ডলার।'

'হুঁ, টাকার অঙ্কটা মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতই। কিন্তু তুমি সেই উবে যাওয়া মহামানবটির সন্ধান পাবে কি করে?'

'মহামানবটি মোটেই উবে যায় নি। সে এখানে আর পাঁচজনের সঙ্গেই দিব্যি হাঁটছে চলছে খাচ্ছে দাচ্ছে, আমি তাকে চিনে ফেলেছি। ইস্টন বা শেরিফ সাহেব চিনতে পারেননি।'

'বটে, সে কি?'

ইরিসের মুখের দিকে চেয়ে তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হতে থাকে। চাপা স্বরে বললো, 'তার নাম শুনলে তুমি কেবল চমকে উঠবে না আঘাতও পাবে। কিন্তু যা সত্যি, তা মেনে নিতেই হবে। একমাত্র তোমাকেই আমি তা বলতে পারি কারণ গোপন করে রাখবার মতন মানসিক দৃঢ়তা তোমার আছে।'

ইরিসের চোখেমুখে সন্দেহ ও শঙ্কার ছায়া ঘনায়, 'কে সে?'

ট্রেভারস আরো চাপাস্বরে উচ্চারণ করলো, 'ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মিঃ ডেভ কলেভিন।'

ভূমিকম্পেও ইরিস বোধহয় এতটা চমকে উঠতো না। নিস্তব্ধতার পর তীব্রস্বরে প্রায় চিৎকার করে ওঠে, 'তুমি কি সুস্থ মস্তিষ্ক? তুমি যা বলছো, তার তাৎপর্য বোঝ?'

দৃঢ়স্বরে ট্রেভারস বলে, 'বুঝি এবং আমি সম্পূর্ণ সুস্থ মনস্ক, দায়িত্ব নিয়েই নামটা তোমাকে জানালাম।'

'তুমি কি জানো, তিনি আমার মাকে বিয়ে করতে চলেছেন?'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখনো সেই দুর্ঘটনাটা ঘটেনি। তোমার উচিত, রুখে দাঁড়ানো।.....শোন, ইরিস, আমার অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে তুমি ঐ ব্যাঙ্কে ঢুকে এমন একটি স্ট্যান্ডার্ড রেমিংটন টাইপ রাইটারের সন্ধান পাবে, যার 'ভি' আর 'টি' অক্ষর দুটো ভাঙা—যার সাহায্যে এলিস ক্রেগকে তার প্রেমিক চিঠি লিখেছিল এবং এলিস সব জিনিস সরিয়ে ফেললেও ঐ চিঠিটাকে রেখে গেছে পুলিশের কাজকে জলবৎ করে দিতে। কী সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রী এই ডেভ কলেভিন।'

'তুমি যখন অত জোরের সঙ্গে বলছো তখন আমি নিশ্চয় ব্যাঙ্কে ঢুকে পরখ করে আসবো। তবে তোমার ঐ সন্দেহ নেহাৎ আলপট্‌কা, ভিত্তিহীন ও মারাত্মক সিদ্ধান্ত।'

ট্রেভারস ভাবে যদি ইরিস সফল হয় তবে ট্রেভারস ও ইরিস এক নতুন যুগে প্রবেশ করবে আর যদি সফল না হয় ব্যর্থতার নিরেট পাথরে ট্রেভারস আছড়ে পড়বে। কিন্তু ইরিস সত্যি যদি টাইপ মেশিনটা পায়, আরো ভয়ঙ্কর কোন সত্য প্রতিভাত হয়ে উঠবে না তো? তার প্রত্যয় জন্মায়—পুলিশের চাকুরীটা মূলতঃ বাহুবলের নয়, বুদ্ধি ও অনুভূতির।

ইরিস ঝিম্ ঝিম্ মাথা নিয়ে ঘরে এলো। নিজের ঘরে ঢুকবার মুখে থমকে দাঁড়ায়—কিটির

ঘরে আলো। ইরিস দরজা খুলে ভেতরে আসে। কিটি মদ গিলছে। ইরিস ক্ষোভের সঙ্গে বললো, 'ছিঃ! মা, তুমি আবার মদ খাচ্ছ?'

কিটি ক্রোধে ফেটে পড়ে, 'আলবাৎ গিলবো। তুই কেন ব্যাঙ্কে কাজ নিতে রাজি হয়েছিস?'

'তাতে ক্ষতিটা কি?'

'না, তুই ডেভের অফিসে ঢুকবি না।'

'কারণ দেখাও।'

'নিজের মঙ্গল যদি চাস, ওখানে যাবি না।'

'কারণ দেখাতে না পারলে তোমার কথাই বা আমি মানতে যাবো কেন?...মাতালের প্রলাপ।'

ইরিস আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে নিজের ঘরে ঢুকলেও মনে হলো, এক বিকট প্রহেলিকা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখছে।

মা কিসের ইঙ্গিত দিতে চাইছে?

কেনই বা ট্রেভারসের মনে হচ্ছে—কলেভিনই সমস্ত অপরাধের উৎস? আর ইরিসের মনে প্রতিফলিত হচ্ছে, অন্য ধরনের অনুভূতি। অমন বুদ্ধিদীপ্ত, যৌবন সমৃদ্ধ, বিশাল দেহী পুরুষ! হাসিটা কী দারুণ। যে কোন নারীকে কব্জা করে ফেলবার পক্ষে ঐ হাসির গভীরতা অপরিমিত।

ইরিসের নিজেরই তো কেমন যেন একটা দোলা লেগেছিল কলেভিনের মুখোমুখি হবার পর...এমন কি মার সঙ্গে সম্পর্কের কথাটা শুনবার পরও।

সে কলেভিনের কাছ থেকে ছুটে ট্রেভারসের পাশে না দাঁড়ানো পর্যন্ত নিজের আত্মবল খুঁজে পাচ্ছিল না। ইরিস আত্মসমীক্ষা করতে ভয় পায়।

।। ষোলো ।।

কলেভিন শেষ রাত্তিরে, যদিও সোৎসাহ পুলকে নয়, কিটি লোরিংয়ের ঘরে ঢুকেছে। কিটির তখন নেশাগ্রস্ত অবস্থা নয়। ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। কলেভিন অবরুদ্ধ গলায় বললো, 'খুব মুশকিল পড়ে গেছি ডার্লিং। তোমার সাহায্য চাই।'

'ভনিতা না করে যা বলবার বলে যাও।'

কলেভিন বললো, 'ডেপুটি ট্রেভারস ধরতে পেরেছে, একটা বড় রেমিংটন মেশিনে টাইপ করা চিঠি এলিসকে লেখা হয়েছিল এবং ঐ মেশিনটার দুটো অক্ষর ভাঙা। এরা এবার সেই টাইপ রাইটারটা সন্ধান করতে করতে ব্যাঙ্কেও ঢুকে যেতে পারে। হয়তো আজ-কাল।'

'তার মানে, ব্যাঙ্কে একবার পুলিশ উঁকি মারলেই কেল্লা ফতে।'

'আমি ব্যাঙ্কের মেশিনটাকে ভল্টের মধ্যে রেখে ওখানে অন্য একটা মেশিন বসাতে চাই।'

কিটি বললো, 'তাই করো।'

'তোমার যে টাইপ রাইটারটা আছে, সেটা আমায় কদিনের জন্য ধার দাও। ফাঁড়াটা কাটুক, তারপর আবার ফেরৎ নিয়ে আসবো।'

কিটি বিস্ময় প্রকাশ করে, 'ওমা! সেটা যে নেহাৎ ছোট, পোর্টেবল। স্মিথ কোনরি কোম্পানীর।'

কলেভিন ঈষৎ অস্থির, 'তাতেই কাজ হবে। এছাড়া উপায় কি?'

জটিল আওয়াজে কিটি বললো, 'নিয়ে যেও। কিন্তু একটা কথা—'

'কি?'

'আমাকে কিছু টাকা দাও।'

'টাকা! এখন কোত্থেকে পাব? আমার যা টাকা ছিল, সব দিয়ে তো সেই পুরনো গাড়িটা কাজ সারবার জন্য কিনেছিলাম।'

কিটির স্বর প্রলম্বিত, 'লুঠের মাল থেকেই এক থাবা তুলে এনো।'

'এখন ওখানে থাবা বসানো যাবে না। আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তুমি বরং সেই উকিলের থেকে তোমার জবানবন্দীটা নিয়ে এসো।'

'আহারে চাঁদু আমার, আমি তোমার হাতে খুন হতে চাই না।'

'তাহলে মদ খাওয়া কমাও। যে হারে গিলছো, লিভার ফেটে মারা যাবে আর পুলিশও সব জানতে পারবে।'

কিটি হি হি করে হেসে ওঠে—'আচ্ছা ফাঁদে ফেলেছি বাস্তু ঘুঘুটাকে।'

বলেই কলেভিনকে এক হেঁচকা টানে নিজের ওপর এনে ফেলবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় কিটি।

বিপন্ন স্বরে কলেভিন বললো 'আমি মনের দিক থেকে বিশেষ ব্যস্ত ও অস্থির ডার্লিং। এখন সম্ভব নয়।'

'কিন্তু আমি যে দৈহিক দিকে ভীষণ ক্ষুধার্ত। আমার খিদে কে মেটাবে?'

'কেন, আমি আসার আগে তোমার চাহিদা কে মেটাত?'

ঠোঁট উঁচিয়ে কিটি বলে, 'দরকারই পড়ত না। তুমিই তো এসে আমার সেই ছাই চাপা আগুনকে খুঁচিয়ে তুলেছ। এখন সাড়া দেবে না, তা তো হয় না।'

ভীষণ বিরক্তভাবে কলেভিন বললো, 'কামটা তো তোমার ক'দিন যাবৎ তুঙ্গে উঠেছে। এটাও অ্যালকোহলের প্রভাব। আজ আমি মদের বোতলটা ভাঙ্গব।'

খিলখিলিয়ে হেসে কিটি বলে, 'তুমিই আবার নতুন বোতল কিনে সযত্নে আমার শিয়রে রেখে যাবে। কারণ তুমি এখন আমার পোষা জীব। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বাধ্য হবে। জানো তো রোমান সম্রাট নীরোর এক পরমা সুন্দরী স্ত্রী উন্মাদ সম্রাটের সংসর্গে সুখী না হওয়ায় এক ক্রীতদাসকে অন্তঃপুরে আনিয়ে চুটিয়ে ব্যাপারটা সেরে নিত। অতবড় চেহারার ক্রীতদাস ক্রমশঃ রুগ্ন ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। সম্রাট তাকে এমন এক শিবিরে চালান দিলেন যেখানে কেবল কুষ্ঠরোগীরা থিক থিক করছে।'

দাঁতে দাঁত চেপে কলেভিন বলে, 'তুমিও কি আমাকে কুষ্ঠরোগীদের শিবিরে পাঠাতে চাও নাকি?'

ফিক করে হেসে কিটি বলে, 'কুষ্ঠরোগীদের শিবিরে নয়, আমাকে আনন্দ দিতে না পারলে পুলিশের খপ্পরে গিয়ে পড়বে। আমি তো আর মরতে ভয় পাই না। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এখন আমার আঠারো আনা। থাকবার মধ্যে আছে মদ্যতৃষ্ণা আর দৈহিক কামনা। তোমাকে এই দুটো মিটিয়ে যেতেই হবে।...কি হলো, দাঁড়িয়ে কেন? পোশাকটা খুলে ফেল।...এইখানে বস।

সেই অশেষ বিরক্তিকর ব্যাপারটা তাকে সারতে হবে, উপায় নেই।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার একটা হোল্ডল হাতে নিয়ে সাত সকালে ব্যাঙ্কে ঢুকতে যাবে। রাস্তার অন্যধারে শেরিফ সাহেবের অফিস থেকে ট্রেভারর্স ছুটে এসে বলে, 'এত সকালে? হাতে হোল্ডল?'

কলেভিন ঘুরে সুন্দর নিষ্পাপ হাসি উপহার দিলো, 'ব্যাঙ্ক ম্যানেজারবা তো ক্রীতদাসদেরও অধম। অডিটর বাহিনী যা ফিরিস্তি দিয়ে গেছে তা গুছিয়ে নিতে আমি তো গলদঘর্ম। তা নতুন কোন সূত্র পেলেন না কি ডাকাত পাকড়াতে?'

'পেয়েছি, পাচ্ছি এবং পাবো। আপনার অফিসের টাইপ রাইটারটা কোন্ কোম্পানীর?'

সকৌতুকে কলেভিন বলে, 'জানি, আপনি একটি প্রমাণ সাইজের রেমিংটনের খোঁজ করছেন। কিন্তু আমি দুঃখিত, এই অফিসের টাইপ রাইটারটি আকারে ক্ষুদ্র, পোর্টেবল এবং রেমিংটন কোম্পানীর নয়।'

'ব্যাঙ্কের মতন প্রতিষ্ঠানে পোর্টেবল টাইপরাইটার। অবাক ব্যাপার!'

'সত্যি তাই। আমার মনেও খটকা লেগেছিল। আসলে প্রাক্তন ও মৃত ম্যানেজার মিঃ ল্যাম্ব, সব সময়ই ব্যাঙ্কের খরচ কমাতে চেষ্টা করতেন।'

কোন প্রকারে ট্রেভারসকে সামলিয়ে কলেভিন ব্যাঙ্কে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেয়। এখনই বোঝা গেল, সে কতটা বিচলিত। কয়েক মিনিট দম নিয়ে মোটা নাকে বিবিধ শব্দ তুলতে তুলতে হোল্ডল খুলে কিটির ছোট টাইপরাইটারটা বের করলো। বড় টাইপরাইটারকে একটা পুরনো অব্যবহৃত বাক্সের মধ্যে ঢোকালো। বড়টার জায়গায় ছোটটা কেমন যেন বেখাপ্পা দেখাচ্ছে। অতবড় ববারের মাদুরের ওপর অতটুকু একটা টাইপরাইটার। কিন্তু এই মুহূর্তে কলেভিন অন্য কিছু ভাবতে পারছে না।

পরিবেশ কখনো অনুকূল, কখনো প্রতিকূল। শেষ রক্ষা হবে তো?

ইস্টনকে তো সে পকেটে পুরেছিল।

কিন্তু ঐ ট্রেভারস—ছোকরা যেন মাত্রাতিরিক্ত ধারালো। পুলিশ ডিপার্টমেন্টে এ ধরণের ছোকরাদের চাকরি দেওয়া উচিত নয়। কারণ এরা ভীষণ কলেভিনের মতন একজন চতুর অপরাধীকে এরা ধরে ফেলতে পারে।

কিন্তু তুমি যখন দেখতে পাবে তোমার উপরওয়ালা, তোমার দেশনেতা জঘন্য অপরাধের কেন্দ্রবিন্দুতে বসে, তখন কি করবে?

নিদারুণ হতাশায় তুমি চাকুরি ছেড়ে দেবে! সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি অপরিসীম ঘৃণায় তুমি নিজেই একজন জাঁদরেল সমাজবিরোধী হয়ে উঠতে পার।

ইরিস যথাসময়ে এলো। ব্যাঙ্ককর্মী হিসেবে এই তার প্রথম প্রবেশ। কলেভিন তাকে স্বাগত জানালেও তার চোখে মুখে অস্বস্তি ও চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে। তবে কি ট্রেভারস কিছু বলেছে? তার ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে তার আত্মরক্ষার পদ্ধতিগুলিকে বানচাল করবার জন্যেই কি ট্রেভারস ইরিসকে কাজে লাগাবে?

ইরিস কাজের অছিলায় সেই টাইপ রাইটারের দিকে যায়। তখনই ধক্ করে ওঠে বুকটা! ওখানে যে একটা বড় মেশিন বসানো ছিল তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তাছাড়া ঐ ছোট টাইপ রাইটারটা যে তার খুব পরিচিত। সে কতদিন কিটির ঘরে গিয়ে ওটা ব্যবহার করেছে। সে মেশিনটার দিকে চেয়ে থাকে আর দূরে দাঁড়িয়ে কলেভিন তা লক্ষ্য করে।

আশঙ্কা সত্যে পরিণত। তীরে এসে তরী ডুববার মতন ঘটনা। মেয়েটার চোখের পাতা নড়ছে না।

কলেভিন নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ তুলছে। তার মনে হল, কতকাল আমি গীর্জায় যাইনি। আমি মাত্র একবারই আমার মায়ের কবরে ফুল দিয়েছিলাম। আচ্ছা, এলিসকে খুন করবার পর আমি যদি তাকে কোথাও কবর দিয়ে আসতাম, হয়তো এতটা বিপদ...।

ঐ সুন্দরী মেয়েটার বিস্ময় ও বিমূঢ়তার মধ্যে এমন তাৎপর্য জমাট বেঁধে আছে যে এখনো সে পলকহীনভাবে চেয়ে আছে।

ইরিস টিফিনের সময় বাইরে ছুটে এলো। ট্রেভারস তার জন্য অপেক্ষা করছে। দুজনে একটা পার্কে গিয়ে ঢোকে।

ইরিস—'ম্যানেজার বড় মেশিনটাকে সরিয়ে সেখানে একটা ছোট মেশিন বসিয়েছে।'

ট্রেভারস—'আমি এটাই আশংকা করেছিলাম।'

ইরিস—'কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানো, ঐ ছোট টাইপ রাইটারটা আমার মায়ের।'

ট্রেভারস ঠোঁট কামড়ায়, 'তাহলে আজই ব্যাটা মালটা হোল্ডলে ভরে ব্যাঙ্কে ঢুকেছিল। আমি ওকে হোল্ডল হাতে ব্যাঙ্কে ঢুকতে দেখেছি।'

ইরিস—'আমার এখন কি করণীয়?'

ট্রেভারস—'প্রমাণিত হচ্ছে, বড় টাইপরাইটারটা এখনো ব্যাঙ্কের মধ্যেই লোকানো রয়েছে।'

'তুমি কি তাহলে তল্লাশির পুরোয়ানা নিয়ে আসবে?'

'সেটা আমি করতে পারি, কিন্তু তাহলে ইস্টন সব টের পেয়ে যাবে। সেও তো ষাট হাজার ডলারের পেছনে ঘুরছে।'

'বিষণ্ণ স্বরে ইরিস বলে, 'তাহলে ঐ বাক্‌কুশলী মহাধূর্ত শয়তানটাকে সপ্রমাণ ধরবার উপায় কী?'

'উপায় একটা আছে। তুমি তো এখন ঐ ব্যাঙ্কেরই কর্মী। আগেকার টাইপ করা চিঠির দু একখানা কারবন কপি আমাকে এনে দিতে হবে, ব্যাস। কি পারবে না?'

ইরিস ঢোক গেলে, 'পারবো।'

কিন্তু ব্যাঙ্ক ম্যানেজার টিফিনের সময় স্থানীয় রেস্তোরাঁয় ঢুকে ওখানকার জায়গায় চোখ রেখে দেখলো, ইরিস ট্রেভারসের সঙ্গে পার্কে ঢুকছে।

ব্যাপারটার সম্ভাব্য তাৎপর্য বুঝে কলেভিন তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কে এসে ফাইলের মধ্যে যত পুরনো চিঠির কপি ছিল সব সরিয়ে ভল্টের মধ্যে একটা পুরনো বাক্সে রেখে দিল।

ইরিস যখন টাইপ করতে করতে একটা পুরনো কারবন কপির খোঁজ করছে তখন কলেভিন নিঃশব্দে পিছনে দাঁড়িয়ে মোলায়েম কণ্ঠস্বরে বলল, 'পুরনো কারবন কপি আমিও বিশেষ কিছু দেখবার সুযোগ পাই নি। এলিস খুব একটা গুছিয়ে কাজ করতে জানত না। তুমি ভেবো না। ফাইলিংয়ের কাজটা আমিই করবো।'

আতঙ্কে দমবন্ধ ইরিস টের পাচ্ছে, তার পেছনে দাঁড়িয়ে এমন একজন যে হাসতে হাসতে যে কোন মেয়ের কণ্ঠনালী ভেঙ্গে দিতে পারে।

।। সতেরো ।।

জেমস ইস্টনও একটা বিশেষ রেমিংটন মেশিনের সন্ধানে পড়তি বেলায় ব্যাঙ্কে এসে হানা দিয়ে গেল। ইস্টনকে সামাল দেওয়া অবশ্য কিছুই না কলেভিনের, কারণ ইস্টন আগেই ধারণা করেছে, ডেভ কলেভিন একজন বুদ্ধিমান, কর্মঠ ও সৎ ব্যাঙ্ক অফিসার যার অমন চেহারা ও অতুলনীয় হাসি সে অন্ধকারের বাসিন্দা হতে পারে না। তদুপরি কিটি লোরিংয়ের মতন জেনানাকে যে গেঁথে ফেলেছে, তার মত সুখী খুন, ডাকাতিতে জড়াতে পারে না। কলেভিন ইস্টনকে জানালো, সত্যি এই ব্যাঙ্কের যে বড় স্ট্যান্ডার্ড রেমিংটন টাইপরাইটারটা ছিল কলেভিন এসে সেই মেশিনটার খোঁজ পায়নি। হয়তো অকেজো হওয়ায় সেটা কোথাও সরিয়ে রাখা আছে। পরিবর্তে ভাড়া করে টাইপরাইটারে কাজ চলছিল। আজই ম্যানেজার সাহেব তার নর্ম সহকর্মী কিটি লোরিংয়ের ছোট হাতে বহনযোগ্য মেশিনটাকে ব্যাঙ্কে নিয়ে এসেছে অডিট সম্পর্কিত কিছু জরুরী চিঠি টাইপ করাতে।

ঘুর্নিচেয়ারে দোল খেতে খেতে কলেভিন যখন ইস্টনকে এসব ফিরিস্তি দিচ্ছিলো চেম্বারের দরজা খোলা থাকায় ইরিস সব শুনতে পায়। কলেভিন লোকটা যে অসম্ভব মানসিক শক্তি ও বুদ্ধির অধিকারী—ইরিসকে শোনাবার জন্যেই বেশ জোরে সে এসব কথা বলছিল।

ঘড়ির কাঁটা পাঁচটা ছুতেই ইরিস হরিণীর মতন অফিসের বাইরে চলে এল। কলেভিন জানিয়েছে, আজ তার ফিরতে রাত পৌনে আটটা হয়ে যাবে। ইরিস ট্রেভারসকে সবকিছু জানালো। ট্রেভারস বললো, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইস্টনও প্রকৃত অপরাধীর কাছাকাছি পৌঁছিয়েছে। আমাদের আর সময় নষ্ট করলে চলবে না। আচ্ছা তিনশ' হাজার ডলারের মতন বিপুল টাকা কলেভিন লুকিয়ে রাখলো কোথায়? লোকটা তার হোটেল এবং অফিসের বাইরে কোথাও ঢুঁ মারে না। ওর ঘরের ভেতরটা তোমাকে একবাব দেখতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ইরিস রাজি হয় কারণ কলেভিন আজ পৌনে আটটার আগে ফিরবে না। ইরিস হোটেলে ফিরেই কিটির ঘরের দরজা দিয়ে কলেভিনের ঘরে ঢুকলো। সে আলো জ্বালিয়ে দ্রুত তল্লাসি শুরু করলো। সব উল্টে পাল্টে দেখেও সে একটা পাই পয়সাও পেল না। কেবল জামা কাপড, মোজা, গলফের বল উল, বই এইসব। কিটি রান্নাঘরে। অন্য বাসিন্দারা টিভির সামনে। তল্লাশিতে ক্ষান্ত দেবে তখনই সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ। ডেভ কলেভিন পৌনে আটটার অনেক আগেই ফিরেছে। চকিতে সুইচ 'অফ' করে ইরিস কিটির ঘরের দরজার আড়ালে আত্মগোপন করে।

কলেভিন ঘরে ঢুকে চারিদিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে। তারপরই বেমক্কা কিটির ঘরে ঢুকে অপ্রস্তুত ইরিসকে আবিস্কার করে।

'তুমি—ইরিস! আমি ভেবেছি কিটি আমার ঘরে ঢুকে বুঝি কিছু খুঁজছে। দূর থেকে আলো জ্বালা দেখতে পেয়েছি তো।'

দুবার ঢোক গিলে ইরিস বললো, 'আপনার ঘরটা নোংরা হয়েছিল। মিস ক্লেকে দেখতে না পেয়ে আমি নিজেই—'

আরো মৃদু ও মোয়ায়েম স্বরে কলেভিন বললো, 'তুমি বড় চমৎকার মেয়ে ইরিস। কিন্তু তোমারও তো বিশ্রামের দরকার। সর্বক্ষণ নিজেকে ব্যস্ত রেখো না।' ইরিস কোনরকমে নিজের ঘরে ফেরে। সে আতঙ্কে কাঁপছে।

।। আঠারো ।।

মেঘ না চাইতেই যেন জল এবং সুযোগটাকে কাজে লাগাতে ইরিস একপায়ে খাড়া। কলেভিন অ্যাসট্রেতে সিগ্রেটটা গুঁজতে গুঁজতে বললো, 'আজ শনিবার, আমাকে আবার পৌনে বারটার ট্রেন ধরে ফ্রান্সিসকো ছুটতে হবে বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে। অথচ এখানে কাজের অন্ত নেই।...আচ্ছা, ইরিস, আমি যদি ব্যাঙ্কের চাবিগুলি দিয়ে যাই, তুমি কি কাজটা এগিয়ে রাখতে পারবে না?'

ইরিস ভাবে এই সুযোগে তিনশ' হাজার ডলার খুঁজে দেখা যাবে। মনের উত্তেজনা চেপে রেখে ইরিস ঘাড় কাৎ করে, 'আপনি আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন।'

'খুব ভালো।'

কলেভিন চাবির থোকাটা ইরিসের দিকে ঠেলে দেয়। সহসা গুপ্তধন লাভের মতন ইরিস থোকাটাকে চেপে ধরে। কলেভিন চোরা চোখে কৌতুকে ঠাসা ইরিসের মুখ দেখে। বেসিনে হাতমুখ ধোয়ার অছিলায় কলেভিন ব্যাঙ্কের পিছনের দরজাটা খুলে রেখে আসে। তারপর হাত ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে ব্যাঙ্কের সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দেয়। এমন সহজ মৌকা হাতে পেয়ে ইরিস কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত, তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করে দেয়। পিটস্‌ভিলের ব্যাঙ্কে ডাকাতির কিনারা করায় ট্রেভারসের সঙ্গে তার ফিঁয়াসে ইরিসের নামও সগৌরবে উচ্চারিত হবে। টাকাটা যে এই অফিসের মধ্যেই কোথাও লুকানো আছে নিঃসন্দেহ। এবার সে টাকাটা খুঁজে বের করবেই।

ইরিস ট্রেভারসকে ফোনে খবর দিল, কিন্তু ট্রেভারসকে পাওয়া গেল না। সে কোন এক বিশেষ কাজে পার্শ্ববর্তী শহরে গেছে।

অস্থিরভাবে ইরিস পায়চারি করে। ট্রেভারসের জন্যে অপেক্ষা করবে কি? দরকার নেই, সে নিজেই টাকাটা খুঁজে বের করে ট্রেভারসকে চমকে দেবে।

এবার ইরিস ভল্টের মধ্যে ঢুকলো। তার চোখের তারা ঘুরতে থাকে। একটার পর একটা ডিড বক্স ছাদ পর্যন্ত সাজানো আছে। খুনী ম্যানেজার নিশ্চয়ই যে কোন একটিতে সাত রাজার ধন লুকিয়ে রেখেছে। পর পর দুটো বাক্স খুলে ইরিস কতকগুলো অপ্রয়োজনীয় কাগজে ঠাসা দেখল। তৃতীয়টি খুলতেই ইরিস উল্লসিত—টাকা, টাকা, অজস্র টাকা, তিনশ' হাজার ডলার।

ইরিস টাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে, টেরও পেল না, কখন বাঘ মুখ নিয়ে নিঃশব্দে কলেভিন পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে ভল্টের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। যখন কলেভিনের নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ হলো তখন সে টের পেয়ে ভল্টের কপাট দুহাতে বন্ধ করে দেয়।

ইরিসের মুখ অতিমাত্রায় চমকিত ও আতঙ্কে রক্তশূন্য। তারা পরস্পরের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তারপর শীতল হাসির সঙ্গে কলেভিন বললো, 'আমি এটাই আশা করেছিলাম। তুমি তো শুধু টাকা ভর্তি বাক্সটা খুলেছো। আর একটা বাক্স আছে যেটায় এলিসেব সেই বিচিত্র কোট ও টুপি যা পরে তোমার মা পর পর কয়েকদিন এবং খুনের রাত্রে এলিস সেজে সকলের চোখে ধুলো দিয়েছে। আর একটা বাক্স খুললে তুমি পাবে সেই পোশাক ও নকল গোঁফ যা ব্যবহার করে আমি এলিসের প্রেমিক একর্সের ভূমিকা করে গেছি।'

কলেভিন কথাগুলো বলতে বলতে কয়েক পা এগিয়ে আসা মাত্র ইরিস প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'খবরদার আপনি আমাকে ছোঁবেন না।'

অকপট হাসি কলেভিনের মুখে, 'আমি তোমাকে ছুঁতে যাবো কেন? তুমি তো সেই মেয়ে, যে যথাসাধ্য সাহায্য করবে। তুমি নিজের হাতে টাকা গুছিয়ে নিয়ে যাবে ডাউন সাইড রেলস্টেশনে। তোমাকে পৌঁছে দেবে প্রেমিকপ্রবর ডেপুটি শেরিফ কেন ট্রেভারস। তোমাকে সন্দেহ বা বিরক্ত করবে না। স্টেশনে ঢুকে ক্লোকরুমে টাকার ব্যাগটা রেখে ক্লোকরুমের চাবিটা আমাকে দিয়ে যাবে। আর আমি ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে তোমার মাকে বগলদাবা করে স্টেশানে যাবো, টাকাটা বের করে নেবো, তারপর নিরুদ্বেগচিত্তে রওনা দেবো সুদূর পশ্চিমে। এখানে তুমিও ট্রেভারসকে-শাদি করে সুখে ঘরকন্না করবে।' ইরিস বিষম খায়, তার দু'চোখ বিস্ফারিত।

'আপনি সুস্থ আছেন তো?' কলেভিনকে বলে ইরিস।

'আমি ভীষণ সুস্থ। আমার মাথা খুব পরিষ্কার বলেই ভবিষ্যতের পরিকল্পনাগুলো বলে দিতে পারি। আসলে কি জানো ইরিস, তুমি আমার জন্য এই সামান্য পরিশ্রম স্বীকার করতে বাধ্য। না, আর কোন ধন্দে না রেখে প্রকৃত ব্যাপারটা তোমাকে জানাই,—এই যে ব্যাঙ্ক থেকে তিনশ' হাজার ডলার হাতানো এবং এর জন্যে এলিসকে খুন করা—এসবের জন্য আমার চেয়ে তোমার মার দায়িত্ব কিছু কম নয়।'

ইরিস চিৎকার করে, 'এ হতে পারে না।'

গলা খাঁকারি দিয়ে কলেভিন বললো, 'নিজের মাকেই জিজ্ঞেস করো। আমার মনে ডাকাতির বাসনা জাগিয়ে দিতে, তোমার মা-ই এলিসকে খুন করতে উৎসাহ দিয়ে সক্রিয় সাহায্য করে। কিটি এখন আমার সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে, একে অপরকে ছাড়া এগোতে বা পিছোতে পারব না। তাই, মাথা ঠাণ্ডা রেখে সব ভাবো। ষাট হাজার ডলার সমেত ট্রেভারসের সঙ্গে ফুরফুরিয়ে উড়বে, না মাকে গ্যাস-চেম্বারের সামনে ঠেলে দেবে? মেয়ে হিসেবে তুমি কোন দায়িত্বটি পালন করতে চাও, যদি এখুনি মা ও আমাকে মারতে চাও? এখুনি ট্রেভারসকে এখানে ফোন করে ডাকতে পারো। আমি পরিষ্কার স্বীকারোক্তি দেবো। আর যদি মার প্রতি তোমার মমত্ব ও কর্তব্য থাকে তাহলে কাল পরশুর মধ্যে টাকাটা এখান থেকে পাচার করতে আমাদের সাহায্য করবে।'

ইরিস মুহূর্তের জন্য কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কলেভিন তার কাঁধে হাত রাখা মাত্র সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কলেভিন বলে, 'কেঁদো না। স্বাভাবিকভাবে মেনে নাও, জীবন বড় বিচিত্র...'

এতকাল ইরিস কিটির মাতলামি সবচেয়ে বড় সমস্যা ভাবতো। এখন যে সমস্যার মুখোমুখি সে হয়েছে, তার কোন সুরাহা সে দেখতে পাচ্ছে না। তার ভবিষ্যৎ ট্রেভারসের সঙ্গে লালিত সব স্বপ্ন জড়িত..। কলেভিনের কথাগুলো কানে বেজে চলেছে, প্রতিটি শব্দ, 'এ সবই জীবনের অঙ্গ জীবন যা কিনা বড় বিচিত্র। ন্যায়-অন্যায় বোধ, মানুষ তার প্রয়োজনবোধে এক সময় এক একরকম ব্যাখ্যা করে থাকে। তুমি যদি সারাটা জীবন দারিদ্র ও অনটনের মধ্যে নিজের সততার গর্ব করো, সেটা হবে নিকৃষ্টমানের আত্মপ্রবঞ্চনা। তোমার মা জীবনে অনেক আঘাত সহ্য করেছে। দারিদ্র ও অনিশ্চয়তা ছিল তার সাথী। এখন সেই প্রেমহীন ও কণ্টকময় জীবন থেকে সে যদি আমার সাহায্যে মুক্তি পাবার চেষ্টা করে থাকে তবে মেয়ে হিসেবে তোমার কি উচিত তাকে আরো হতাশ ও বিপন্ন করা? আর তুমিও তো ট্রেভারসকে নিয়ে আগামী দিনগুলি মধুময় করতে চাও। কিন্তু তোমারই এক চিলতে সাহায্যের অভাবে তোমার মা যদি আজ ফাঁসিকাঠে পা রাখে, কোথায় থাকবে তোমার সেই সুখ সম্ভাবনা!' সুতরাং বুদ্ধি ও ধৈর্য হারিও না। যা সত্য, যা বাস্তব, তোমার স্বার্থের অনুকূলে সেই পথে এগিয়ে যাও। মানুষ সব পারে, তুমিও পারবে, উঠে দাঁড়াও। নিজের দু'পায়ের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়াও।'

ইরিস তাব দু'পায়ের ওপর দাঁড়াল ঠিকই, কিন্তু পা দুটো টলছে। পায়ের তলার জমি খুঁজে পাচ্ছে না।'

।। উনিশ ।।

ইরিস লোরিং ও কিটি লোবিং মনে মনে তার প্রতি যতই বিমুখ হোক না কেন, ডেভ কলেভিন অনুভব করে, তার পরিকল্পিত অঙ্কটা প্রায় মিলে যাচ্ছে।

অবশ্য পাংশুমুখ ইরিস টাকার বস্তাটা স্টেশনের ক্লোকরুমে রাখতে রাজি হয়নি। তবু সে যা করলো, তার মূল্যও অপরিসীম। সে নিজের মার ভূমিকা ও বিপদের কথা ট্রেভারসকে জানিয়ে দিয়েছে। ট্রেভারস ভাবল, যদি সে ডেপুটি শেরিফের পদে বহাল থাকে, তাহলে কলেভিনের সঙ্গে ইরিসের মাকেও গ্রেপ্তার করতে বাধ্য। এইরকম পরিস্থিতিতে ট্রেভারস শেরিফের কাছে ছুটে গিয়েছিল চাকুরিতে ইস্তফা দিতে। শেরিফের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে সে পিস্তল ও কার্তুজ সমেত কোমরের বেল্ট এবং ব্যাগটাকে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো। তারপর ইরিসকে নিয়ে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতে রওনা দিলো। ইরিস যখন হারিয়ে যাচ্ছে কিটি তখনো সমানে মাল গিলছে। সকৃতজ্ঞ কলেভিন ইরিসকে ট্রেভারসের গাড়ি অব্দি এগিয়ে দেয়।

দৃষ্টির বাইরে গাড়িটা মিলিয়ে যাচ্ছে।

কলেভিন নিজেকে খুব হাল্কা অনুভব করে। এরা সত্যিকারের প্রেমিক প্রেমিকা, যা আজকের দিনে লভ্য নয়। ইরিস এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। আর বেচারি ট্রেভারস তার প্রেমিকার জন্য যে আত্মত্যাগ করল, তার তুলনা হয় না।

সুতরাং পরিকল্পিত অঙ্কটা তার প্রায় মিলে গেল।

ট্রেভারস যখন আর মঞ্চে উপস্থিত নেই, তখন কলেভিনের পক্ষে টাকাটা নিয়ে চম্পট দেওয়া তেমন কিছু সমস্যা নয়। তাকে এ কাজে মোটা বুদ্ধি পুলিশ অফিসার জেমস ইস্টন সাহায্য করতে পারবে। লোকটা কলেভিনের প্রতি শ্রদ্ধায় একেবারে গদগদ। গাড়ির সীটের মধ্যে টাকাটা ঢুকিয়ে সেই গাড়ির চালক করা যাবে ইস্টনকে। কিটিকে নিয়ে কলেভিন চাকুরি ছেড়ে চিরদিনের মতন পিটস্‌ভিল ছেড়ে চলে যাচ্ছে—শোকার্ত ইস্টন সারথি হয়ে হবু দম্পত্তিকে ট্রেন অব্দি তুলে দেবে। পথে তাহলে আর কোন পুলিশ বা শেরিফ বিরক্ত করতে আসবে না। সবচেয়ে হাস্যকর, ইস্টন এরপরেও আরো কিছুকাল ষাট হাজার ডলারের লোভে খুনে ডাকাতটাকে খুঁজবে।

স্বপ্ন, ধৈর্য, তিতিক্ষা, সাহস—এই সমস্ত গুণের মিশেল দিয়ে তৈরি মানুষ আমি কেমন সাংঘাতিক সাফল্যের দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়েছি।

কয়েক পা মাত্র, তারপরই এতদিন মাথার ওপর দারুণ ভারী হয়ে চেপে বসা ভাবনাটা বিলকুল ফাঁকা হয়ে যাবে।

ঐ কিটিকে নিয়েই একমাত্র অশান্তি। সমানে মদ গিলছে, তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে, কলেভিনকে অশ্রাব্য খিস্তি দেয়। ও টেঁসে যাওয়া মানেই কলেভিনের গলায় ঝুপ্ করে ফাঁসির দড়ি নেমে আসা। আচ্ছা হারামি মেয়েছেলে। চেহারা খাই খাই হলে কি হবে, বিছানায় একেবারে গোবর, মেজাজ সব সময় উচ্চগ্রামে। সুখ দুঃখের গল্প নেই, আবেগ জাগে না। ওর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে যাওয়া মানে আদিখ্যেতারও অধম।

তবুও ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। একদিকে তিনশ' হাজার ডলারকে উপভোগ করবার আনন্দ, অন্যদিকে একটা মাথা খারাপ মেয়েমানুষকে তোয়াজ করে চলা—কি কুৎসিৎ বিপরীত চিত্র রে বাবা! একেই বুঝি বলে বিত্তের অভিশাপ।

কোনদিন আমার জীবনে নিখাদ প্রশান্তি আসে নি। সব সময় একটা না একটা পেরেক হাতের তালুতে লেগে থাকে।

একটাই উপায়—কিটি লোরিংকে খুব পটাতে হবে। কথায়, আচরণে একটা বাতাবরণ তৈরি করতে হবে, যেখানে কিটি ধীরে ধীরে তার ওপর আস্থা ফিরে পাবে আর সেই আস্থাই একদিন তার উকিলের কাছ থেকে কলেভিনের সর্বনাশা নির্দেশনামাটা তুলে আনবে।

কিন্তু কোন পথে অগ্রসর হওয়া উচিৎ?

কিটির আস্থা কি উপায়ে জয় করা যাবে?

তখনই কলেভিনের মাথায় একটা পরিকল্পনা এসে যায়।

আমি যদি কিটি লোরিংকে মা করতে পারি? ওর এখনো মা হবার মতন বয়স ও সম্ভাবনা আছে। আর আমি তো সক্ষম পুরুষ। যদি কিটির মনে মাতৃত্বের স্বাদ নতুন করে জাগিয়ে দিতে পারি? সে কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থায় যাবে না। আমার ঔরসজাত সন্তানের মুখ দেখলে তাব চোখের সামনে দুনিয়ার রংই বদলে যাবে। আমাকে তখন সর্বাংশে ভালবাসবে আর সেই সুযোগেই...।

কলেভিন নিজের বুদ্ধিকে তারিফ জানায়।

একটু আবার বিষণ্ণও বোধ করে। তার একার পক্ষে এতগুলি ব্যাপারে মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে না। কখনো কখনো ক্লান্ত হয়ে তার মনে হয়, এর চেয়ে নির্বিরোধ একটি গরিব মানুষ হওয়াই শ্রেয় ছিল। বিত্তের অভিশাপ বড় নির্মম!

কলেভিন তখনো তার পূর্ণ হদিশ পায় নি বিত্তের অভিশাপ যে আরো কতটা নির্মম হতে পারে!

তিনশ' হাজার ডলার একটা বড় চামড়ার ব্যাগে পুরে সে নিজের গাড়ির সীটে রেখে এলো। তারপর ব্যাঙ্কের রিজিওন্যাল ম্যানেজারকে ফোন করলো, 'স্যার, আমি ডেভ কলেভিন বলছি পিটস্‌ভিল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার।'

'ও, মিঃ কলেভিন। বলুন কি খবর?'

'ইরিস লোরিং নামের যে মেয়েটাকে এখানে বহাল করা হয়েছিল, সে এক পুলিশ অফিসারের প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করে আজই চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে পালিয়েছে।'

'খুব মুশকিল তো।'

'আপনারা তো উপরতলার লোক। মুশকিলের আঁচ আপনাদের আর কতটুকু লাগে?'

'কি বলছেন?'

'ঠিকই বলছি' ব্যাঙ্কের কাজে যাঁরা ওপর থেকে হুকুম টুকুম চালান দেন নীচের তলায় তাঁদের সামান্য চক্ষুলজ্জাও থাকে না। হেড অফিসে বসে নানারকম পরিকল্পনা, আত্মতৃপ্তি আর শুচিবাইকে লালন করা সহজ, আপনারা তো ভুলেই গেছেন আপনাদের ব্যাঙ্ক চালাবার অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা।'

'মিঃ কলেভিন, ভুলে যাবেন না, আপনি আপনার ওপরওয়ালার সঙ্গে কথা বলছেন। কথাগুলি বিনয় ও সংযমের সঙ্গে বলুন।'

'বিনয় ও সংযম শুকিয়ে গেছে স্যার, এখন কেবলই বিরাগ। আসলে আমি আর পারছি না। একার পক্ষে গোটা ব্যাঙ্কের ঝক্কি—'

'আর একটি স্থানীয় যুবক বা যুবতীকে কাজে নিয়ে নিন।'

'আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঐ সব আনকোরা লোক নিয়ে—'

'তাহলে দু'দিন অপেক্ষা করুন, আমি একজন ক্লার্ক পাঠাচ্ছি।'

'দুদিন কি বলছেন, দু' ঘণ্টাও অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।'

'মাথা ঠিক রাখুন, মিঃ কলেভিন।'

'মাথা ঠিক রেখেই বলছি। আরো জানাচ্ছি, এই ব্যাঙ্কের চাকুরিই আমি ছেড়ে দিচ্ছি, এই দণ্ডে।'

নিরুত্তর অপর পক্ষ। কলেভিন কল্পনা করছে, রিজিওন্যাল ম্যানেজার সাহেব রাগে কেমন নীল হয়ে গেছেন। পিটস্‌ভিল ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের মতন একজন নেহাৎ ছোটমাপের অফিসার যুক্তিহীন বশ্যতার গণ্ডীকে চূর্ণ করে দিচ্ছে। ভাবাই যায় না।

'হ্যালো, শুনুন—'

'অনেক শুনেছি স্যার, অনেক শুনেছি। আপনি যদি দু' ঘণ্টার মধ্যে বদলি ম্যানেজারকে পাঠাতে পারেন ভালো। না হলে আমি এই শহরের শেরিফের হাতে ব্যাঙ্কের চাবিগুলি সিল করে দিয়ে যাচ্ছি। আমার ইস্তফাপত্র ডাকযোগে পেয়ে যাবেন...না, না, এ ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত একেবারে পাকা।' কলেভিন দুম্ করে রিসিভারটি নামিয়ে রাখলো, তার চিবুকের ডোলে টস টস করছে খুশীর উল্লাস, তার চোখে মুখে আনন্দ। একজন সাংঘাতিক যৌবনবতীর গোপন চুম্বন উপভোগ করবার পরও বুঝি এত আনন্দ হয় না। সে ডাকাত, খুনী। কিন্তু তার এই রেওয়াজ বিরুদ্ধ প্রতিবাদটি অকৃত্রিম।

কাউন্টারে গ্রাহকদের ভিড় বাড়ছেই। ম্যানেজার সে-ই যে চেম্বারে ঢুকেছে বের হচ্ছে না কেন? কলেভিন পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে বেশ আনন্দ পায়। তাদের দিকে এগিয়ে পরপর কয়েকটা চেককে ভাঙ্গিয়ে দেয়। গ্রাহকদের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যাবে কিন্তু ঠিক তখনই ফোনটা বেজে উঠল। ফোন কানে তুলতেই শেরিফ সাহেবের গলা, ভীষণ—অতি ভয়ঙ্কর উদ্বেগ সূচক এক বার্তা ঝঙ্কৃত।

'হ্যালো.. হ্যাঁ, আমি কলেভিন...সে কী! কখন?..আইজেন হাওয়ার অ্যাভিনিউতে সেই বিরাট স্টিল-টাওয়ারটার ওপর?...উঠলো কিভাবে?..ও ঈশ্বর!...মাতলামি, পাগলামি...নিশ্চয়, আমি এখুনি যাচ্ছি।'

ভেঙ্গে গেল সমস্ত স্বপ্ন।

ডেভ কলেভিন দর দর করে ঘামতে লাগল। শেরিফের কাছ থেকে এমন সংবাদ তার মানসিক দৃঢ়তা ও স্থৈর্যকেও আলগা করে দিয়েছে।

সেই কিটি লোরিং, সেই মাতঙ্গিনী। সর্বনাশী নেশার ঘোরে কিংবা কন্যা ইরিস পুলিশ ট্রেভারসকে নিয়ে চম্পট দেওয়ায় হয়তো কলেভিনকেই একহাত নেবার তাড়নায় এমন কাণ্ড বাঁধিয়েছে, যাতে কলেভিনের হৃদকম্পন কেবল বাড়ে নি, পিটস্‌ভিলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সার্কাস

দেখবার মজায় কাতারে কাতারে সমবেত হচ্ছে, হাততালি দিচ্ছে, শিস্ মারছে...।

স্টিলের তৈরি দু'শ ফিট উঁচু একটি টাওয়ার আছে এই শহরতলির হাইজেন হাওয়ার এভিনিউতে। শ্রীমতি কিটি লোরিং এক পেট মাল খেয়ে এখন ঐ সবচেয়ে উঁচু, সবচেয়ে সরু বিপজ্জনক ফ্রেমটার ওপর দাঁড়িয়ে সমবেত সকলকে মজা দেখাচ্ছে। তার লম্বা চুল পিঠের ওপর ছড়ানো গাঢ় নীল রঙের স্কার্টটা বাতাসে উড়ছে, নীচ থেকে তাকালে ঠিক পুতুলের মতন দেখায়। ওখানে ওঠবার জন্য কোন লিফট্ নেই, ক্রেনই যা ভরসা।

দমকলের লোকেরা তাকে নামিয়ে আনবার চেষ্টা করে ব্যর্থ,—কিটি চোখ রাঙিয়ে বলছে, তাকে ছোঁবার চেষ্টা করলেই সে লাফ দেবে। পুলিশও ঐ হুমকির সামনে হতভম্ব। এখন একমাত্র কলেভিন ভরসা।

কলেভিন একটা লাফ দিয়ে এক গ্রাহককে ধাক্কা দিয়ে চোঁ চোঁ ছুটে তার গাড়িতে এসে বসে—সে গাড়ির ব্যাকে শুয়ে আছে তিন শ' হাজার ডলার।

গাড়ি উল্কার বেগে ছুটছে।

গাড়ির পিছনে কুবের বড় দাঁত মেলে হিংস্র হাসি হাসছে। কুবেরের অভিশাপ!

সেই দৃশ্য দেখতে কাতারে কাতারে মানুষ সব ছুটছে।

হারামিরা কি কোনদিন সার্কাসও দেখেনি?...কুত্তী, বেশ্যা, হারামজাদি কিটি! আঃ! একবার যদি নিশ্চিন্তে ওর গলাটা টিপে ধরতে পারতাম।

কলেভিনের হাতে স্টিয়ারিং কাঁপে।

ভিড়ে ভিড়াক্কার। বৈচিত্র্যের প্রতি মানুষের যে কী ভয়ঙ্কর যুক্তিহীন টান, এই মুহূর্তে এখানে এলে তা টের পাওয়া যায়।

বিশাল উঁচু স্টিলের টাওয়ার কিটি লোরিং একটি ছোট নীল পুতুল। এক একজন ক্রেন চালক পালা করে করে কিটির মুখোমুখি যাচ্ছে আর শুনছে কিটির অশ্রাব্য, অশ্লীল খিস্তি ও হুমকি, স্কার্ট তুলে নিজের যৌনাঙ্গ দেখাচ্ছে কিটি। যেন এক ফনাওয়ালা সর্পিনী তীব্র সম্ভোগ বাসনায় শরীর মোচড়াচ্ছে।

শেরিফের সহায়তায় ক্রেন বাহিত ছোট্ট ব্রাকেটের ওপর বিশালদেহী কলেভিন গিয়ে দাঁড়াল। একটু অসাবধানী হলেই তাৎক্ষণিক মৃত্যু। কিন্তু কলেভিন জানে, কিটির মৃত্যু মানে তারও খেল খতম। কিটি মারা যাবার বারো ঘণ্টার মধ্যে সেই অজ্ঞাত উকিলটি কিটির খাম খুলবে, তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিশ ছুটবে, তাকে গ্যাস চেম্বারের পথে টেনে আনতে। যে ইস্টন এখনো ঘুণাক্ষরেও কলেভিনকে সন্দেহের মধ্যে আনে নি, তার তলপেটে সেই একটার পর একটা লাথি মারবে।

সেই সব ভয়াল সম্ভাবনাকে ঠেকিয়ে রাখার অন্তিম প্রয়াসে মহাশূন্যে দুলতে দুলতে ডেভ কলেভিন দু'শ ফিট উঁচুতে কিটির মুখোমুখি হতে এগিয়ে চলেছে।

খিক্ খিক্ করে হেসে ওঠে কিটি কলেভিনকে দেখে, 'এই আমার রসের নাগর এসে গেছে মাইরি। আমি তোমার অপেক্ষাতেই ছিলেম গো, শোবে নাকি এখানে আমার সঙ্গে?'

কলেভিন বলে, 'কি পাগলামি করছো কিটি! প্লিজ নেমে এসো।'

'চুপ শয়তান! তোর মিষ্টি কথায় গলে গিয়ে নামবো বলে উঠিনি। স্টিলের ফ্রেম ধরে নামবো না। নেমে তো যাবোই তবে এক মোক্ষম লাফে।'

আতঙ্কে বিস্ফারিত কলেভিনের চোখ, 'কেন—কেন তা করবে?'

'তোর ওপর প্রতিশোধ নিতে। স্বামী মারা যাবার পর আমি আমার শরীর কাউকে দিইনি। তুই খেলি।'

'এর জন্যেই কি তোমার এত ক্রোধ?'

'ধ্যাৎ! তারপর এলিসের মতন শান্ত, নরম, নির্বিরোধ মেয়েকে আমার সামনে খুন করলি। আমাকেও খুন করার চেষ্টা করেছিলি। তারপর আমার মেয়েকে ব্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকিয়ে ব্ল্যাকমেল করা শুরু করলি। আমার একমাত্র মেয়ে ইরিস—ভাঙ্গা মন নিয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আর ট্রেভারস, আহারে, চাকরি ছেড়ে শূন্য হাতে ইরিসের সঙ্গে চলে গেল। কুত্তার বাচ্চা, এ সবের

জন্য তুই-ই দায়ী। আমি তোকে ছেড়ে দেবো ভেবেছিস? আমি তোকে যোগ্য প্রতিদান দেবো।'

'আমাকে ক্ষমা করো, ডার্লিং। তুমি বিত্তের চুড়োয় বসে থাকবে। তিনশ' হাজার ডলার। আমি দুই তৃতীয়াংশই তোমাকে দেবো। ঈশ্বরের নামে শপথ করছি।'

কিটি দাঁতে দাঁত দিয়ে রি রি করে ওঠে, 'লাথি মারি তোর ঐ ডাকাতির পয়সায়। আর একটা কথা বললে আমি লাফ দিয়ে পড়বো।'

কলেভিনের মধুর স্বপ্ন ছিঁড়ে যাচ্ছে। সভয়ে সে মাটিতে নেমে এলো।

এখন সবকিছুই বিস্বাদ কলেভিনের কাছে। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে। নিজের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে—যদি সত্যিই কিটি আত্মহত্যা করে তাহলে তার সময় বার ঘণ্টার মধ্যেই কিছু করতে হবে। কিন্তু টাকা সমেত কে তাকে পৌঁছে দেবে রাস্তার পুলিশী ব্যূহ ভেদ করে? হুঁ, একমাত্র ইস্টনই এ কাজ করতে পারে।

কলেভিন সন্ধানী চোখে ইস্টনকে খোঁজে। ঐ সময়ই কোত্থেকে জমায়েতকে দুহাতে সরিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ইস্টনের আবির্ভাব। সে কলেভিনকে বললো, 'আমি তো মশাই হেড কোয়ার্টারে ছিলাম। সেখানে টি. ভি.-র মারফৎ খবর পেয়ে পড়ি কি মরি ছুটে এসেছি। ওর মতন একজন চমৎকার মহিলার একি অভাবনীয় আচরণ।'

বিষণ্ণ হেসে কলেভিন, 'মানসিক রোগ, চাপা ছিল, হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে।'

'কি করা যায়?'

'আর একবার চেষ্টা করবো যদি না পারি তবে আপনাকে নিয়ে আমি ডাকসাইডে গিয়ে মনের দুঃখ ভুলতে বারে ঢুকে মদ খাবো।'

'নিশ্চয় আমি আপনার সঙ্গে থাকবো। সত্যি, আপনার মত মানুষের কপালেও এত কষ্ট থাকতে পারে।'

শেষবারের মতন চেষ্টা করতে কলেভিন ক্রেনে চড়ে ধীরে ধীরে দুলতে দুলতে উপরের দিকে উঠতে থাকে। কিটি তখন আর আগের মতন বহাল তবিয়তে নেই। চোখে মুখে কেমন যেন অসহায় বিহ্বলতা। পা দুটোও কাঁপছে, তবুও কলেভিনকে দেখে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। তাবপর হাসিটা কান্নায় রূপান্তরিক হয়, 'আমি নামবো ডেভ।'

'তাহলে নামতে শুরু করো।'

কিটি বললো, 'শক্তিতে কুলোবে না। আমাকে তোমার ঐ ক্রেন ব্রাকেটে তুলে নাও।'

আঁতকে ওঠে কলেভিন, 'এটুকু স্থানে দু'জনের অবস্থান কোনমতেই সম্ভব নয়। তুমি যেভাবে উঠেছিলে, সেভাবেই ধীরে ধীরে নেমে যাও।'

'এখন আর আমি তা পারবো না তখন হুইস্কির মাধ্যমে আমার ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল। নেশা কেটে এখন আমার হাত পা কাঁপছে।...প্লিজ, প্লিজ, ডেভ, তুমি আমার হাতটা ধরো, আমি তোমার ওখানে চলে যাই---'

ভীত কলেভিন দেখলো, একখানা নখযুক্ত হাত তাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। যদি ঐ হাত তাকে ধরতে পারে, তাহলে কলেভিনের পক্ষে ভারসাম্য রাখা সম্ভব হবে না।

ফলে কলেভিন ব্রাকেটটাকে শরীরের দোলায় দূরে সরিয়ে নিলো।

এবং তখনই—

তখনই মহাশূন্যে কিটি লোরিং ঝাঁপ দিলো। তার শরীর পাক খেতে খেতে বিপুল বেগে নীচের দিকে নামতে থাকে।

।। কুড়ি ।।

ট্রেভারস টি. ভি.-র পর্দায় সেই বিচিত্র দৃশ্য দেখে ঘটনাস্থলে ছুটে এলো, কিটি লোরিংয়ের চূর্ণ বিচূর্ণ প্রাণহীন দেহটা তখন কাপড়ে মুড়ে এ্যাম্বুলেন্সে তোলা হচ্ছে।

ট্রেভাবস গিয়ে শেরিফকে বললো, 'স্যার, আমি চাকুরীতে ইস্তফা দিতে চাই না। ইরিসের মা-ই যখন আত্মহত্যা করলেন তখন ব্যাঙ্ক ডাকাতি আর এলিস খুনেব এক নম্বর অপরাধী ডেভ কলেভিনকে আমি ছাড়বো কেন?'

'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

সংক্ষেপে কলেভিন ও কিটির কীর্তির কথা ট্রেভারস ব্যাখ্যা করে, ব্যাকুল স্বরে বলে, 'কলেভিনটা কোথায়?'

শেরিফ বিচলিত হয়ে বলে, 'সে লোকটা তো ইস্টনকে নিয়ে ডাউন সাইডে গেল।

'কতক্ষণ আগে? কার গাড়িতে?'

'মিনিট দশেক আগে কলেভিনের নিজস্ব গাড়িতে, চালকের আসনে স্বয়ং ইস্টন।'

'সর্বনাশ। শয়তানটা টাকা সমেত গা ঢাকা দেবার তালে আছে।' বলেই ট্রেভারস শেরিফকে নিয়ে গাড়িতে ওঠে।

তারা ঝড়ের গতিতে ছুটলো।

কলেভিনের কালো হিম পিস্তলের নলটা ইস্টনের চর্বিবহুল উদরে লাগানো রয়েছে।

এক একবার খোঁচা খায়, আর প্রাণাতঙ্কে ইস্টন গাড়ির গতি তুঙ্গে তুলে দেয়। স্পিডোমিটারের কাঁটাটা থরথরিয়ে কাঁপছে।

পথ অবরোধকারী পুলিশরা ইস্টনকে চালকের আসনে দেখে সরে যায়। গাড়ি উল্কার বেগে পাহাড় ও বনের দিকে ধেয়ে চললো।

কলেভিনের প্রত্যাশা, একবার সে ঐ বনের মধ্যে ঢুকতে পারলে বারো ঘণ্টা পরে জেগে ওঠা পুলিশ আর তার সন্ধান পাবে না। ইস্টন তো আর জীবিত অবস্থায় ফেরত যাচ্ছে না।

এবার ইস্টন বুঝতে পারে, ঐ বনের মধ্যে একবার গাড়ি নিয়ে ঢুকলে কলেভিন তাকে আর বাঁচিয়ে রাখবে না, কুকুরের মতন গুলি করে মারবে। কী ভয়ঙ্কর, ছদ্মবেশী, খুনী ডাকাত। ইস্টন তাকে দশ মিনিট আগেও সন্দেহ করতে পারে নি।

শেষ মুহূর্তে নিছক মৃত্যুভয় ইস্টনকে অসম্ভব সাহসী ও বেপরোয়া করে তুললো। সে বনের কাছাকাছি এসেও গাড়ির গতি না কমিয়ে সোজা একটা বড় গাছকে লক্ষ্য করে ছুটে চলে। যথাসময়ে কলেভিন সতর্ক হবার আগেই গাড়িটা সজোরে গাছটাতে ধাক্কা মারলো, গাড়ির সামনেটা ভেঙ্গে তুবড়ে গেল, হিংস্র কলেভিনের পিস্তলটা গর্জে উঠলো। দুহাত পিছনে ঠেলে চকিতে লাফিয়ে উঠে জেমস ইস্টন একেবারে স্থির হয়ে গেল।

কলেভিন সতর্কতা সত্ত্বেও যেভাবে জখম হলো, কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে ঐ অবস্থায় আধ হাত এগিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। তার কপালে ঢুকে গেছে অন্ততঃ ছয় ইঞ্চি কাঁচের ছুরি, তার বাঁ হাতখানা গ্রন্থিচ্যুত হয়ে কোন রকমে দেহের সঙ্গে ঝুলে আছে মাত্র, আর ডান পায়ের হাড় অন্তত তিনটে টুকরোয় ভাগ হয়ে গেছে। যে পরিমাণ রক্তস্রাবে সে স্নান করছে, একজন সাধারণ মানুষের শরীরে অত রক্ত সঞ্চয় থাকে না।

সে যে ডেভ কলেভিন, সে কারণেই দেহটাকে ঘষটে ঘষটে গাড়ির পেছনে নিয়ে যায়, সেখান থেকে ডান হাতে টানতে টানতে টাকার থলিটা বের করে আনে। তারপর থলিটাকে গলায় বেঁধে সে গড়াতে গড়াতে বনের মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা করে।

শেরিফ ও ট্রেভারসের গাড়ি তার আগেই সশব্দে এসে থামলো।

প্রথমে শেরিফ পরে ট্রেভারস লাফিয়ে নামলো।

উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা কলেভিনের চোখ ভাঁটার মতন জ্বলছে। তার বুকের তলায় টাকা—অনেক টাকা—তিনশ' হাজার ডলার।

সে শেরিফকে লক্ষ্য করে তার পিস্তলের ট্রিগার টেপে।

লক্ষ্যভ্রষ্ট। শেরিফ মাটির বুকে শুয়ে পড়েছে।

ট্রেভারস এবার অস্ত্র তুললো।

আবার শব্দ ও ধুলোর পাতলা মেঘ।

এবারে লক্ষ্য অব্যর্থ।

নিস্পন্দ মৃত ডেভ কলেভিনের চোখ দুটো বিস্ময়করভাবে অনেকক্ষণ ধরে জ্বলছিল।